রাঁচি, বৃহস্পতিবার
27:04:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>195 >>13 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৯৫ >> << ১৩ই, বৈশাখ ১৪৩০>>

ভারতীয় পণ্য ট্রানজিটে টন প্রতি ৫৮৯ টাকা ফি

ঢাকা ঃ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্যের ট্রানজিট সুবিধার ক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ডের ন্যূনতম ফি ধার্য করা হয়েছে প্রতি কিলোমিটারের জন্য টন প্রতি ৫৮৯ টাকা। গত সোমবার রাজস্ব বোর্ড এই চূড়ান্ত বিধিমালা প্রকাশ করেছে। তবে এর বাইরে সড়ক ব্যবহারের জন্য আলাদা ফি ধার্য হবে। সড়ক ব্যবহারে প্রতি কিলোমিটারের জন্য টন প্রতি ১ টাকা ৮৫ পয়সা ফি দিতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদায়যোগ্য ফি ও চার্জের তালিকা অনুযায়ী, ট্রানজিট সুবিধার ক্ষেত্রে প্রতিটি চালানে ডকুমেন্ট প্রসেসিং ফি দিতে হবে ৩০ টাকা। প্রতি মেট্রিক টন পণ্যের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট ফি ২০ টাকা, সিকিউরিটি চার্জ ১০০ টাকা, বিবিধ প্রশাসনিক চার্জ ১০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া, প্রতিটি কন্টেইনারের জন্য ২৫৪ টাকা পরিশোধ করতে হবে স্ক্যানিং ফি হিসেবে। প্রতিটি কন্টেইনার, ট্রাক, ট্রেইলার বা কাভার্ড ভ্যানের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কিলোমিটার প্রতি ৮৫ টাকা এসকর্ট চার্জ দিতে হবে। সেইসঙ্গে নির্ধারিত পরিমাণে ইলেক্ট্রিক লক অ্যান্ড সিল ফি দিতে হবে।

বাজার দর
SENSEX : 60300.58 +169.87
NIFTY : 17813.60 +44.35

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ 32.00 °c | সর্বনিম্ন 23.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .14 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .18 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 57,700 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 60,380 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 81,300 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

শিশুদের টিকাদান নিশ্চিত করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আহবান

জেনেভা ঃ বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, কোভিড ১৯ মহামারী লাখ লাখ শিশুকে নিয়মিত টিকাদান থেকে বঞ্চিত করেছে। দেশগুলোকে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে অন্তত ২০১৯ সালের পর্যায়ের প্রয়োজনীয় টিকাদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়। 'দ্য বিগ ক্যাচ আপ' কর্মসূচির অধীনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অংশীদাররা , সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সহায়তা করবে। আর এ সহায়তার লক্ষ্য হচ্ছে, যাতে আরো বেশি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে। মহামারীর কারণে শতাধিক দেশে প্রয়োজনীয় টিকাদানের হার হ্রাস পেয়েছে। যার ফলে হাম, ডিপথেরিয়া, পোলিও এবং হলুদ জ্বরের (ইয়েলো ফিভার) প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। জাতিসংঘের মতে, শুধুমাত্র ২০২১ সালেই আনুমানিক আড়াই কোটি শিশু টিকা থেকে বাদ পড়েছে। টিকাদান হ্রাসের কারণ গুলোর মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত চাপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা, ক্লিনিক বন্ধ থাকা এবং সিরিঞ্জ ও শিশি'র মতো চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহের আমদানি ও রপ্তানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন বাধা। একই সময়ে, সম্প্রদায় এবং পরিবারগুলো লকডাউনের মধ্যে ছিলো। সে সময় ভ্রমণ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোতে যাতায়াত সীমাবদ্ধ করা হয়েছিলো। এছাড়া, বিভিন্ন দেশের সরকার জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার কারণে আর্থিক সংস্থান এবং জনবল সীমিত হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, টিকাদান হ্রাসের জন্য অন্য কারণের মধ্যে রয়েছে, দ্বন্দ্বসংঘাত, জলবায়ু সংকট এবং ভ্যাকসিনের গ্রহণের প্রতি দ্বিধা। বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহ শুরু হয়েছে গত রবিবার (২৩ এপ্রিল) থেকে। এই কর্মসুচিতে, ডব্লিউএইচও এবং জাতিসংঘের শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) সঙ্গে যোগ দিয়েছে গাভি, ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স, বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন এবং অন্য অনেক বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক অংশীদার। তারা স্বাস্থ্যসেবা কর্মশক্তিকে শক্তিশালীকরণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহের উন্নতি, সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা তৈরি, ভ্যাকসিনের চাহিদা তৈরি এবং টিকাদান পুর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে দূরত্ব ও বাধাগুলো দূরীকরণে দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করছে। এই উদ্যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আরো বেশি শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং তাদের সম্প্রদায়কে টিকাপ্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে সুরক্ষিত করা। তারা যাতে আরো সুখী, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে, তা নিশ্চিত করা। এই কর্মসূচিতে, ২০টি দেশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই দেশগুলোতে, যেখানে ২০২১ সালে টিকা গ্রহণ না করা শিশুদের তিন চতুর্থাংশের বসবাস। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো, ইথিওপিয়া, ভারত, পাকিস্তান, সোমালিয়া এবং মিয়ানমার।

তৃণমূলের ভোটেও মারামারি, ব্যালট ছিনতাই, ভাঙচুর

কলকাতা ঃ লোকসভা, বিধানসভা ভোটে এই অভিযোগ ওঠে, এবার তৃণমূলের প্রার্থী নির্বাচনেও মারধর, ব্যালট ছিনতাই, বাক্স ভাঙা হলো।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা ছিল, দলের কর্মীরাই পঞ্চায়েতের জন্য দলীয় ব্যালটে ভোট দিয়ে প্রার্থী ঠিক করবেন। অভিষেক এখন উত্তরবঙ্গ সফর করছেন। সেখানে তার সভার পরই ব্যালটে ভোট হওয়ার কথা। তা এই ভোটকে কেন্দ্র করে কুচবিহারের মাথাভাঙা, সাহেবগঞ্জ, সিতাইয়ে ভয়ংকর ঘটনা ঘটলো।

দলের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলেন। বেশ কয়েকজন আহত হলেন। ব্যালট বাক্স আটকে রাখা হলো, ভোট দিতে বাধা দেয়া হলো, ব্যালট বাক্স ভাঙা হলো, এমনকী ব্যালট ছিঁড়েও ফেলা হলো। সাধারণত ভোটের সময় যে ধরনের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরোধীরা করেন, সেই সব কাজই প্রকাশ্যে করলেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কর্মীদের রায় নিয়ে প্রার্থীবাছাই লাটে ওঠার জোগাড়।

এই ঝামেলা অল্প সময়ের জন্য নয়,

বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে হলো। শুধু মাথাভাঙা নয়, সিতাই, সাহেবগঞ্জ, গোসানিমারি সব জায়গাতেই একই ছবি দেখা গেল। ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়া, ব্যালট বাক্স ভেঙে দেয়া, গায়ের জোরে দলের বিপক্ষ শিবিরের কর্মীদের ভোট দিতে না দেয়া, গুণ্ডামি সবই চললো অবাধে। পুলিশকে দেখা গেল, সব ফেলে তারা এই মারামারি থামাতে ব্যস্ত।

মঙ্গলবারই রাজ্যজুড়ে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেছেন অভিষেক। এই যাত্রার নাম দেয়া হয়েছে জনজোয়ার যাত্রা। আর তার সভার পর তৃণমূলের নেতাকর্মীরা যে কাজটা করলেন, সেটা ভয়াবহ।

অভিষেক প্রথমে বলেছিলেন, ''দলের কর্মীরা অতি উৎসাহে ভোট দিতে গিয়ে ব্যালট বাক্স ভেঙে ফেলেছেন।'' তারপর তিনি দলীয় কর্মীদের বলেছেন, ''কেউ যদি ভাবেন, গায়ের জোরে ব্যালট বাক্সে নিজের নাম জোর করে ঢুকিয়ে প্রার্থী হবেন বা ব্যালট বাক্স ভেঙে দিয়ে সুবিধা পাবেন, তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। পাহারাদারের নাম অভিষেক ব্যানার্জি। এই জন্য আমি নবজোয়ার অনুষ্ঠান শুরু করেছি।''

অভিষেক এই কথা বলার পর রাতেও একই ঘটনা ঘটে। তারপর অভিষেক বলেছেন, এবার তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভোট করাবেন। তিনি দেখতে চান, কে গন্ডগোল করে?

বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ''তৃণমূলে কোনো গণতন্ত্র নেই। আর তৃণমূলের ভিতরে যখন এই অবস্থা, তখন রাজ্যের অবস্থা কী হবে, তা অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।''

কিন্তু পঞ্চায়েতে প্রার্থী হওয়া নিয়ে এরকম মরিয়া আচরণ, মারামারি, নিজেদের দলের কর্মীদের বাধা দেয়া, ব্যালট ছিঁড়ে ফেলার কারণ কি? প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র মনে করেন, ''পঞ্চায়েতে এখন প্রচুর টাকা আসে। গ্রামস্তরে সব পরিকল্পনাই পঞ্চায়ত রূপায়ণ করে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রূপায়ণ করার জন্য প্রচুর অর্থ সেখানে যায়।'' শুভাশিস ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''রাজ্যে শিল্প নেই, চাকরির অভাব, এই অবস্থায় পঞ্চায়েতে জিততে পারলে হতে পারলে প্রচুর ক্ষমতা চলে আসে। সেজন্য এরকম ছবি দেখতে পারছি আমরা।'' সাংবাদিক আশিস গুপ্ত ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''সারাবছর ধরে যে কাজ করতে অভ্যস্ত কর্মীরা, তারা সেটাই করেছে। তারা তো একটা সিস্টেমের মধ্যে থাকে। তার থেকে বেরোবে কী করে? ফলে তাদের এই আচরণ নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই।''

চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতিক্রিয়ায় সামরিক শক্তি বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

পর্থ ঃ চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্ভাব্য সংঘর্ষের প্রস্তুতির জন্য অস্ট্রেলিয়ার সামরিক বাহিনী তার গঠন ও পদ্ধতিতে দ্রুত পরিবর্তন আনবে। সোমবার প্রকাশিত, উন্মুক্ত করে দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা মূল্যায়নে সুপারিশ করা হয়েছে যে, অস্ট্রেলিয়া ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরে বৈশ্বিক বিধি-বিধান ভিত্তিক শৃঙ্খলার প্রতি চীনের ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলা করতে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কিনবে।প্রতিবেদনে, কয়েক দশকের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিরক্ষা মূল্যায়নে, চীনকে অস্ট্রেলিয়ার জন্য সরাসরি হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। তবে সতর্ক করা হয়েছে যে বেইজিংএর দ্রুত সামরিক সাজসজ্জা এবং দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলে তাদের আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অঞ্চলে বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কাসরাসরি আমাদের জাতীয় স্বার্থকে হুমকি দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া যে কোনো ধরনের সরাসরি সংঘাতের ঝুঁকি মোকাবেলায় কয়েক দশক ধরে প্রস্তুত থাকবে বলে যে ধারণা রয়েছে, সেই ধারণার ইতি টানতে প্রতিবেদনে অস্ট্রেলীয় সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়ছে। সোমবার ক্যানবেরায় সংবাদদাতাদের সাথে কথা বলার সময় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যাঃটনি আলবানিজ বলেন, দেশের সামরিক বাহিনীকে আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর মূল্যায়নে সতর্ক করা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে ঝুঁকিপূর্ণ করেছে। কারণ, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশগুলোকে দুর্যোগ ত্রাণ এবং মানবিক সহায়তার জন্য সামরিক বাহিনীর ওপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। ক্যানবেরার সরকার বলেছে, তারা প্রতিরক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ১২৬০ কোটি ডলার ব্যয় করার পরিকল্পনা করছে।

বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া পেশ করল সমকামী বিবাহ বিরোধী প্রস্তাব

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে সমকামী বিবাহ আইনি সমর্থন পাবে কিনা, এই নিয়ে দীর্ঘ চাপানউতোর শুরু হয়েছে অনেক দিন থেকেই। সমকামী এবং রূপান্তরকামীদের বিয়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার লড়াই পৌঁছে গেছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন এই বিষয়টিকে। এই পরিস্থিতিতে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ আইনজীবী গোষ্ঠী সমকামী বিয়ের অধিকারের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার তরফে সভাপতি মনন কুমার মিশ্র জানান যে এই প্রস্তাব রাজ্য বার কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরেই গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাবেও ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দোহাই দিয়ে সমকামী বিবাহ প্রস্তাবকে বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। বার কাউন্সিলের সদস্যদের মতে ভারতে বিয়ে বংশ রক্ষার একটি অন্যতম উপায়। তাছাড়া ভারতে শুধুমাত্র নারী এবং পুরুষের মধ্যেই বিয়ে স্বীকৃত। ফলে, সমকামী বিবাহ ভারতে স্বীকৃত হলে তা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আঘাত করবে। পাশাপাশি, পরিসংখ্যানও উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রস্তাবে। বার কাউন্সিলের মতে ভারতের ৯৯ শতাংশ মানুষ সমকামী বিয়ের বিরুদ্ধে মতামত পেশ করেছেন। তাছাড়া এই বিয়ে স্বীকৃত হলে ভারতীয় জনগণ তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন এমন আশঙ্কার কথাও জানিয়েছেন বার কাউন্সিল তাঁদের এই রিপোর্টে। আগামী ২৫ এপ্রিল এই সংক্রান্ত পরবর্তী শুনানি হতে চলেছে সুপ্রিম কোর্টে। তার আগেই বার কাউন্সিলের মতামতকে সাধারণ মানুষের মনের কথা হিসেবে দাবি করে আইনজীবীরা সমকামী বিয়ের বিপক্ষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন।

গুণোৎসব সি এবং ডি গ্রেড পাওয়া বিদ্যালয়ে তিন মাসের নিরীক্ষণ

রাজ্যের ৮০ বিদ্যালয় এ প্লাস এবং এ গ্রেড পেয়েছে, গুণোৎসবের ফলাফল ঘোষণা করে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ২০২৩ সালের গুণোৎসবের ফলাফল আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান রাজ্যের মোট ৩১ টি জেলার ৪৪৫৩১ টি বিদ্যালয়ে আয়োজিত গুণোৎসবে মধ্যে এ প্লাস গ্রেড পেয়েছে ১১৮৮৬ টি বিদ্যালয়। এ গ্রেড পেয়েছে ১৯১৭২ টি বিদ্যালয়। একইভাবে বি গ্রেড পেয়েছি ৭০০০, সি গ্রেড ১৯৭২ এবং ডি গ্রেড পেয়েছে ৭৪৭ টি বিদ্যালয়। গুণোৎসবে জেলা হিসেবে প্রথম স্থান দখল করেছে শিবসাগর। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে চরাইদেউ এবং গোলাঘাট। বরাক উপত্যকার কাছাড় ১২ তম, হাইলাকান্দি ১৬ তম এবং করিমগঞ্জ জেলা ১৯ তম স্থানে রয়েছে বলে জানালেন তিনি। এ প্লাস গ্রেড পাওয়া বিদ্যালয় গুলোকে পঁচিশ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি সেখানে কর্মরত কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত ৩ পর্যায় রাজ্যে ২০২৩ সালের গুণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮ থেকে ২১ জানুয়ারি, ১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি এবং ১৫ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত গুণোৎসবে মোট ৪১৩৫১২৩ ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৪২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই উপস্থিতি ৯৬.৬৯ শতাংশ। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর সচিবালয় জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু ২০২৩ সালের গুণোৎসব সংক্রান্তে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে একটি অডিও ভিডিও প্রেজেন্টেশনও দেওয়া হয়েছে। এরপর সাংবাদিকদের সম্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৭ সালে গুণোৎসব শুরু করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রী সম্পর্কে তাদের অভিভাবক সহ বিভিন্ন ধরনের সঠিক তথ্য সরকার আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্য সরকারের হাতে রয়েছে রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে একাংশ দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি গুণোৎসব বিফল করার জন্য বারংবার প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু এর ইতিবাচক দিকের জন্য সেই ব্যক্তিদের প্ররোচনা কাজে আসেনি বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে গুণোৎসব আয়োজন করার পরেই করোনা মহামারীর জন্য সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ফের ২০২২ সাল থেকে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি বলেন অভূতপূর্ব ভাবে মুখ্য সচিব থেকে বিদ্যালয়ের চৌকিদার পর্যন্ত এই গুণোৎসব প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। অন্যান্য বিভাগের ১৮০৯৭ নিরীক্ষক এই গুণোৎসবে অংশ নিয়েছেন। এরই পরিনীতি হিসাবে বর্তমান রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়ের মানদন্ড বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিবসাগর জেলায় সরকারি বিদ্যালয় সন্তানের নাম লেখাতে অভিভাবকদের দীর্ঘ লাইন এটারই প্রমাণ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান গুণোৎসবে ৮৬.৫ পর্যন্ত বা তার থেকে বেশি নম্বর পাওয়া বিদ্যালয় গুলোকে এ প্লাস গ্রেড দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। একইভাবে ৭৩.৫ পর্যন্ত এ গ্রেড, ৬০ বি গ্রেড, ৪৮ সি গ্রেড এবং ৪৮ নিচে নম্বর পাওয়া বিদ্যালয় গুলোকে ডি গ্রেড দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান গুণোৎসবে সি এবং ডি গ্রেড পাওয়া বিদ্যালয়ে গুলোতে আগামী তিন মাসের জন্য বাইরের থেকে নিরীক্ষক সেখানে গিয়ে কম নম্বর পাওয়ার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। সপ্তাহে একদিন করে ডিসি কিংবা এডিসিও সেই বিদ্যালয় গুলো ঘুরে দেখবেন। মূলত শিক্ষকের অভাব কিংবা পরিকাঠামোর অভাব ইত্যাদি কারণ গুলো খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা করা হবে। কার্বি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং এবং চিরাং জেলায় সর্বাধিক সমস্যা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষাবিভাগের একটি দল এই জেলাগুলো সফর করে এক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য খতিয়ে দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন শিক্ষা বিভাগের তরফে এক্ষেত্রে মাইক্রো এনালাইসিস করতে হবে। প্রয়োজনে স্বশাসিত পরিষদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালের গুণোৎসবে ফলাফল যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে এ প্লাস এবং এ গ্রেড বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে ৪৮০০ টি বিদ্যালয় যেখানে এ প্লাস গ্রেড পেয়েছিল, বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৮৬৮। একইভাবে ২০২২ সালে ১৭ হাজার বিদ্যালয় এ গ্রেড পেয়েছিল কিন্তু এবার এটা পেয়েছে ১৯১৭২ বিদ্যালয়। অন্যদিকে বি, সি এবং ডি গ্রেড পাওয়া বিদ্যালয়ে সংখ্যা গত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। গত বছর ১৩০০০ টি বিদ্যালয় বি গ্রেড পেয়েছিল। বর্তমান এই সংখ্যা ৭০০০। একইভাবে সি গ্রেড বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৬৪০ থেকে ১৯৭২ হয়েছে এবং ডি গ্রেড বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে ২১২৯ থেকে ৭৪৭ হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যাঞ্জলি প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। বর্তমান এক্ষেত্রে ১০০৪ জন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সক্রিয় রয়েছেন বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য নয় বরং তাদেরকে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষাগতভাবে জড়ানোর প্রচেষ্টা করা হবে।

প্রতিবছর এইভাবে গুণোৎসব আয়োজন করা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন আগামী বছর থেকে বিদ্যালয়গুলোর ইউনিফর্ম এর ক্ষেত্রেও মার্কস থাকবে। তাছাড়া এ প্লাস গ্রেড পাওয়া বিদ্যালয় গুলোতে ঘোষণা করা ২৫ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার কি কাজে লাগানো হবে সেটার ক্ষেত্রেও সরকার একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করবে। তিনি বলেন আগামী ১০ মে ৬০০০ প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক নিযুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। ফলে এবার সেই শিক্ষকদের গুণোৎসবে ভালো ফলাফল প্রদর্শন না করা বিদ্যালয় গুলোতে সংস্থাপন করা যায় কিনা সে ক্ষেত্রে চিন্তা করা হবে। তাছাড়া সেই বিদ্যালয় গুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকার অতিরিক্ত ভাবে অর্থ বরাদ্দ করবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৭ সালেও বিদ্যালয় গুলোর ক্ষেত্রে বহু সমস্যা ছিল। অবশেষে সরকার ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে বিদ্যালয় গুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যের চর এলাকা গুলোতে গুণোৎসবের ফলাফল উন্নত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। ১০০০ টি ডাক্তারের এমবিবিএস আসনে ২৫০ জন সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী স্থান পাচ্ছেন। এমনকি গত বছর ৩২০ জন ছাত্রছাত্রী এক্ষেত্রে স্থান পেয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে কামরূপ মহানগরের ফলাফল আশানুরূপ নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ২০২৩ সালের গুণোৎসবে কামরূপ মহানগর জেলা তালিকায় ২৯ নম্বরে রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন মেট্রো এলাকায় সাধারণ ভাবেই নানা সমস্যা থাকে। ফলে স্বাভাবিক ভাবে গুণোৎসবের ফলাফলে সেটা প্রকাশ পেয়েছে। তবে শুধুমাত্র গুণোৎসব নয়, গর্ভবতী মা এবং শিশুর মৃত্যুর ক্ষেত্রেও সারা অসমের তুলনায় কামরূপ মহানগর জেলা এক নম্বরে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে রাজ্যের সামাজিক ব্যবস্থার সুপরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি এবারের গুণোৎসবের ফলাফলে প্রকাশ পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

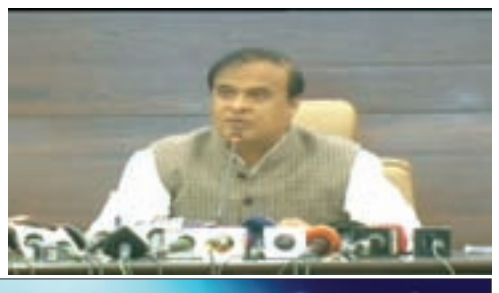

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

যৌথ উদ্যোগে পালিত হবে ১৬২তম রবীন্দ্র জয়ন্তী

কোডারমা (সন্দীপ মুখার্জী)। ঝাড়খণ্ড বাঙালি সমিতি কোডারমা শাখার একটি বৈঠক ঝুমরি তিলাইয়া শহরের আড্ডী বাংলা রোডের রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমিয় কুমার বিশ্বাস।সভায় ঝাড়খন্ড বাঙালি সমিতি কোডারমা শাখা ও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কোডারমা শাখার যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে প্রধানতঃ স্থানীয় শিল্পী ও শিশুরা রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য, কবিতা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে। অনুষ্ঠানে তারক নাথ দত্ত ও শান্তনু দেবনাথকে কার্যনির্বাহী কমিটির নতুন সদস্যপদ দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুনীল দেবনাথ অলোক সরকার, বিমল চ্যাটার্জি, রবীন্দ্রচন্দ্র দাস, সুধন্য ঘোষ, বিপুল গুপ্ত, নিমাই চন্দ্র দাস, কমল দত্ত, পশুপতি দাস, অরূপ মিত্র, সন্দীপ মুখার্জি প্রমুখ।

নামাজ পাঠের মধ্য দিয়ে খুশির ঈদ পালিত হলো জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পাঠের মধ্য দিয়ে খুশির ঈদ পালিত হলো জলপাইগুড়িতে। করোনা আবহে গত তিন বছর ঈদের অনুষ্ঠানে কিছুটা সমস্যা তৈরি হলেও এবছর অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন মসজিদে এসে ঈদের নামাজ পড়েছেন। তাই এবার ঈদের চিত্রটা ছিল একেবারেই অন্যরকম।নামাজ শেষে এবার সকলের সঙ্গে চলে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়।শুধুমাত্র নিজের পরিবারের সদস্যদের নিয়েই নয়, এবার একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে খুশির ঈদ পালন করলেন সকলে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পরিবেশন করলেন সেমাই, মিষ্টি ইত্যাদি। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তেই এমন চিত্র দেখা গেল এদিন। খুশির ঈদ পালন উপলক্ষে শনিবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ির বিভিন্ন মসজিদে ভিড় দেখা যায়। জলপাইগুড়ির চার নম্বর ঘুমটির পুরাতন মসজিদ, নবাববাড়ি ও দিনবাজার মসজিদে ঈদ উপলক্ষে প্রতি বিশেষ নামাজ পাঠের আয়োজন করা হয়।

আচমকা ধেয়ে আসা কিছুক্ষণের কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেলো আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা

আলিপুরদুয়ারঃ আচমকা ধেয়ে আসা কিছুক্ষণের কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেলো আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা। যার সব থেকে বেশি প্রভাব পড়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা, কুমারগ্রাম ও আলিপুরদুয়ার দুই নম্বর ব্লকে। ফালাকাটার পাঁচ মাইল পেরিয়ে যাওয়ার পরেই রাজ্য সড়কে ভেঙে পড়েছে প্রচুর গাছ। তাতে বারত জোরে বেঁচে গেছেন অনেকেই। এই মুহূর্তে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ফালাকাটা-মদারিহাট রাজ্য সড়কে। জেলার বিস্তৃণ্য এলাকায় চলছে লোডশেডিং।

মাদারিহাট থেকে ফালাকাটা গামী রাজ্য সড়ক থেকে গাছ সরানোর কাজ চলছে।

৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে গাছ পড়ে যাওয়ায় ইসলামপুরে প্রবল জ্যাম

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর থানার অলিগঞ্জ ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ঝোড়ো হাওয়ায় ভেঙে পড়ল গাছ।। এর ফলে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি সাইডে পুরোপুরি যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ ও ইসলামপুর দমকল বাহিনী।। প্রায় ঘন্টাখানেকের প্রচেষ্টা জাতীয় সড়ক থেকে গাছটি সরিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করে দমকল বাহিনীর আধিকারিকরা।।

খুশীর ঈদে অংশ নিলেন আট থেকে আশি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা

শিলিগুড়িঃ সারা দেশ ও রাজ্যের সঙ্গে শিলিগুড়ি শহর জুড়েও খুশীর ঈদে অংশ নিলেন আট থেকে আশি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তীব্র দাবদাহে পর শনিবার সকাল থেকেই জেলার আবহাওয়া যথেষ্ট অনুকূল। ফলে আনন্দোৎসব পালনে প্রকৃতি এদিন কোন বাধাই হয়ে ওঠেনি। শহর ও শহর সংলগ্ন বিভিন্ন মসজিদে ঈদের নামাজে অংশ নিয়েছেন তাঁরা। শহরের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মাঠে মূল নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে প্রায় কয়েক হাজার মুসলিম ধর্মালম্বী ভাইয়েরা নামাজে অংশগ্রহন করেন। পাশাপাশি সকলেই সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান।

রহমতপুরে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ ধর্মপ্রাণ মানুষ ঈদের নামাজ আদায় করলেন ঈদগাহে

মালদাঃসারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ঈদ উৎসব সাড়ম্বরে পালন করে থাকেন। শনিবার ভারতবর্ষ জুড়ে খুশির ঈদ পালিত হলো। আমরা তুলে ধরলাম মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের রহমত পুর গ্রামের চিত্র। রহমতপুরে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ ধর্মপ্রাণ মানুষ ঈদের নামাজ আদায় করলেন ঈদগাহে। সূত্র মারফত জানা গেছে হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রায় ২৯ টি জায়গায় ঈদের নামাজ পড়া হয়। এর মধ্যে প্রায় ১৫ টি জায়গায় বেশ বড় জামাত হয় বলে খবর। সকাল সকাল এই ঈদের নামাজ পড়া হয়।সকলেই বেশ শৃঙ্খলিত ভাবে আজকের খুশির ঈদ পালন করলেন।

রহমতপুর মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলানা আরব আলী সাহি বলেন বেশ জমজমাট ও শৃঙ্খলিত ভাবে আজকের এই খুশির ঈদের নামাজ পড়া হলো।সকলের মধ্যে আনন্দ যেনো ফুটে উঠেছে।সব মিলে হরিশ্চন্দ্রপুরের রহমতপুরে আজ খুশির ঈদ খুব ভালো ভাবেই পালিত হলো।

কাশ্মীরের পুঞ্জ সেক্টরে গত বৃহস্পতিবারের আতঙ্কবাদীদের হামলায় ভারতীয় সেনা জওয়ানদের পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে

মালদা ঃ কাশ্মীরের পুঞ্জ সেক্টরে গত বৃহস্পতিবারের আতঙ্কবাদীদের হামলায় ভারতীয় সেনা জওয়ানদের পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। আর সেই ঘটনাই গাজোলের সাধারণ মানুষ প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালিয়ে বীর সেনা জাওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। শুক্রবার রাতে গাজোল ব্লকের বামনগোলা মোড়ে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বীর ভারতীয় সেনা জাওয়ানদের প্রতি উদ্দেশ্য করে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এমনকি মৃত ভারতীয় সেনা জাওয়ানদের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন উপস্থিত বাসিন্দারা। তাঁরা বলেন , দেশের জন্য যেভাবে প্রাণ দিয়েছেন ভারতীয় সেনারা তাতে আমরা গর্ববোধ করছি। এদিন বেশ কিছুক্ষণ ধরে মৃত ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেন গাজলের বিশিষ্ট নাগরিকেরা।

আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল ইদুজ্জোহা

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল ইদুজ্জোহা। অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি ঈদের নামাজ পড়তে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের কালচিনি বাইশদুরা জামা মসজিদে হাজির কচিকাঁচা থেকে বয়স্করা। ঈদের নামাজ পাঠের পর একে অপরকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে দেখা যায়। বড়দের পাশাপাশি পবিত্র ইদে এদিন ছোটদেরও সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এদিন কালচিনি বাইশদুরা জামা মসজিদে হাজারের ও বেশি মানুষ জমায়েত হয়ে ঈদের নামাজ পড়ে ।ওপরদিকে হ্যামিল্টণগঞ্জ জামা মসজিদে এদিয় কয়েকশো মানুষ ঈদের নামাজ পড়ে।

সালিশি সভার মধ্যেই একের পর কোপ ধারাল অস্ত্রের

মালদা ঃ সালিশি সভার মধ্যেই একের পর কোপ ধারাল অস্ত্রের। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু দুইজনের। আহত আরো দুইজন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজন। মালদার কালিয়াচক এর বিবি গ্রামের ঘটনা। শ্রমিক ঠিকাদার রাজস্থানে পাঠানোর জন্যে দাদনের টাকা নিয়ে গোলমাল। বকেয়া টাকা আদায়ের জন্যে শালিসি সভা। ডাকা হয় লেবার কন্ট্রাক্টরকেও। এরই মধ্যে ঠিকাদারের কিছু লোকজন ধারাল অস্ত্র নিয়ে দুই শ্রমিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধারাল অস্ত্র নিয়ে। দুজনকেই মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতরা হলেন সাজিম সেখ(২১)। জামিউল শেখ (২৫)। আহতরা হলেন শাহজাহান শেখ (২২) তারিখ শেখ (২৮)।

ছুটির দিনেও শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি সাড়লেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ ছুটির দিনেও শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি সাড়লেন মেয়র গৌতম দেব। জানা গেছে ঈদ উপলক্ষে শনিবার সমস্ত সরকারি দপ্তর বন্ধ রয়েছে। তবে পুরনিগমে নিজের নির্ধারিত সময়মতো এই কর্মসূচি সারেন মেয়র। এদিন তিনি ফোন মারফত শহরবাসীর সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা শোনেন ও তা নথিভুক্ত করা হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভয়ঙ্কর ঘটনা, মায়ের কোল থেকে শিশুকে নিয়ে উধাও মহিলা

শিলিগুড়িঃ ফের শিশু চুরির অভিযোগ উঠলো উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগে। জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ি ভোগভিটা এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিতা সিং মঙ্গলবার খড়িবাড়ি হাসপাতালে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন।সন্তানের জন্মের পর মহিলার শরীরে বেশকিছু জটিলতা দেখ যায়। সেই কারণে বুধবার রাতে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।বৃহস্পতিবার দুপুরে রঞ্জিতা খাবার সময় আচমকাই এক মহিলা রঞ্জিতাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তিনি রঞ্জিতার সন্তানকে কোলে নেওয়ার আর্জি জানান।রঞ্জিতাও ভরসা করে তাঁর সন্তানকে ওই মহিলার কোলে দিয়ে হাত ধুতে যান। ফিরে এসে দেখেন তাঁর সন্তানও নেই এবং ওই মহিলাও নেই। ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয় মেডিকেল কলেজে।ঘটনাস্থলে পৌঁছোন মেডিকেল কলেজের সুপার, ডেপুটি সুপার সহ মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। প্রত্যেকে সিসিটিভি ক্যামেরা খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখেন কোনও ক্যামেরাই কাজ করছে না।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শিশুটির খোঁজ শুরু হয়েছে।

তেষ্টা মেটাতে পুলিশের উদ্যোগে

জলপাইগুড়ি ঃতীব্র দাবদাহে পথচারী এবং দূরপাল্লার গাড়ির চালকদের কষ্ট লাঘব করতে ওআরএস মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানীয় জল বিলি করলেন জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা এবং ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা।শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের হাতিমোড়ে পুলিশের এই কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হলো। ছিলেন রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকার, ট্রাফিক ওসি অতুল দাস সহ পুলিশ কর্মীরা। আইসি জানান, অসহ্য গরমে টানা গাড়ি চালাতে গিয়ে চালকেরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। তাই শরীর ঠিক রাখতে ওআরএস মিশ্রিত জল খাওয়া দরকার। এদিন দুপুরে সেকারণেই ঠাণ্ডা পানীয় তুলে দেওয়া হলো। এর পাশাপাশি সাবধানে গাড়ি চলাচলের ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে।

আদিবাসী ভাষাতেও তৃণমূলের মহিলা কর্মী সভা হলো

মালদা ঃ আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গবদ্ধ করতে এবারে আদিবাসী ভাষাতেও তৃণমূলের মহিলা কর্মী সভা হলো পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । মালদার আদিবাসী অধ্যুষিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদা আদিবাসী মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বে এই কর্মী সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই আদিবাসী মহিলারা নিজেদের ভাষাতেই বিভিন্ন বিষয়গুলি তুলে ধরেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ধরনের কর্মী সভার গুরুত্ব রয়েছে বলেও মনে করছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। যেখানে আদিবাসীরা মন খুলে নিজেদের ভাষাতেই নানান বিষয়ে মতামত বিনিময় করতে পারবেন। এদিনের এই তৃণমূল আদিবাসী মহিলা সংগঠনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মৃণালিনী মন্ডল মাইতি, পুরাতন মালদা আদিবাসী মহিলা সংগঠনের ব্লক সভানেত্রী তুলিকা মুর্মু, যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলের তৃণমূলের প্রধান নূর হক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা তৃণমূলের সহসভানেত্রী মিতালী মিত্র ,শর্মিষ্ঠা গাঙ্গুলি সহ শতাধিক আদিবাসী তৃণমূল মহিলা কর্মীরা। এদিনের এই সম্মেলনে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বর্তমানে রাজ্য সরকারের যেসব পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে সেগুলো আদিবাসীদের মধ্যে ঠিকঠাক পাচ্ছে কিনা। যদি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদিবাসীদের কেউ না পেয়ে থাকেন , সেইসব পরিবারগুলিকে কিভাবে সহযোগিতা করা হবে সে বিষয়টিও এদিনের এই কর্মীসভার মধ্যে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জির বিভিন্ন উন্নয়নেরকে হাতিয়ার করে কিভাবে মানুষের দরবারে ভোট প্রচারে যাবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আদিবাসী মহিলা সম্মেলন বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মৃণালিনী মন্ডল মাইতি বলেন ,আমরা জেলার প্রতিটি ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বুথ ভিত্তিক ছোট ছোট করে মহিলাদের নিয়ে সভা করছি। বিশেষ করে আদিবাসী মহিলাদের একত্রিত করে সংগঠনকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে এবং আগামী নির্বাচনের লড়াইয়ের রণকৌশল কি হবে তা এই ধরনের সবার মাধ্যমেই আলোচনা করা হচ্ছে।

শিল্পে জোয়ার আনতে কোচবিহারে উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠক নর্থ বেঙ্গল MSE ফ্যাসিলেশন কাউন্সিলের

কোচবিহার ঃ শিল্পে জোয়ার আনতে উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠক করল নর্থ বেঙ্গল MSE ফ্যাসিলেশন কাউন্সিল। আজ কচ বিহার শহরের ল্যান্সডাউন হলে ওই বৈঠক হয়। সেখানে জেলা শাসক পবন কাদিয়ান, নর্থ বেঙ্গল MSE ফ্যাসিলেশন কাউন্সিলের ফাইনান্স কাউন্সিলের মেম্বার সঞ্জয় টেবরিওয়াল ছাড়াও কোচবিহার জেলার উদ্যোক্তারা ওই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। কোচবিহার জেলা জুড়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ছোট শিল্প গড়ে উঠেছে। আরও বহু ছোট শিল্প গড়ার পরিকল্পনা চলছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মেখলিগঞ্জে ডিম উৎপাদনের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে মুরগীর ফার্ম, খুব শীঘ্র পরিকাঠামো গঠনের কাজ শেষ করে এবছরের শেষ দিক থেকেই সেখানে ডিম উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও খুব শীঘ্র শুরু হতে চলেছে রান্নার গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন বসানোর কাজ। সেই কাজ শুরু হওয়ার বেশ কিছু সহযোগী শিল্প গড়ে উঠবে বলে এদিনের বৈঠক থেকে উঠে এসেছে। এছাড়াও কৃষি ক্ষেত্রে শিল্প গড়ে ওঠার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয় উদ্যোগপতিদের ছাড়াও বাইরে থেকে উদ্যোগপতি দের নিয়ে আসতে এর আগেও বৈঠক করা হয়েছিল।

মা বৈষ্ণদেবী অমৃত মহোৎসব

শিলিগুড়ি ঃ ২৩শে এপ্রিল শিলিগুড়ির খালপাড়ার অগ্রসেন ভবনে মা বৈষ্ণদেবী দরবার সেবা সমিতি কর্তৃক চতুর্থ মা বৈষ্ণদেবী অমৃত মহোৎসবের আযোজন করা হয়েছে।এদিন সকাল ৮টায় অগ্রসেন ভবন থেকে একটি শোভাযাত্রা ও একটি মূখনাট্যও বের করা হবে।শোভা যাত্রার পর এদিন বিকেল ৪টায় ভজনামৃত বর্ষ অনুষ্ঠান শুরু হবে।মুজাফফরপুর থেকে প্রীতম চক্রধারী, ভোপাল শহরের নিশা দ্বিবেদী এবং শিলিগুড়ির বিকাশ পারীক বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানের সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে বৈষ্ণদেবী দরবার সেবা সমিতির পক্ষ থেকে আজ একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আযোজন করা হয়।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার রিচা ঘোষ ও খ্যাতনামা হকি খেলোয়াড় ভরত ছেত্রীকে নাগরিক সংবর্ধনা জানালো শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার রিচা ঘোষ ও খ্যাতনামা হকি খেলোয়াড় ভরত ছেত্রীকে নাগরিক সংবর্ধনা জানালো শিলিগুড়ি পুরনিগম। শনিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধুমঞ্চেআনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সংবর্ধিত করেন মেয়র গৌতম দেব। এদিন শহরের ক্রীড়া প্রেমী ও বিশিষ্ঠ ব্যক্তিত্বরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা পেয়ে খুশি রিচা ও ভরত।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে ভাল্লুকের সফল প্রজনন, এক সন্তানের মা হল ফুর্বু

শিলিগুড়ি ঃ বাঘের পর এবার শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে ভাল্লুকের সফল প্রজনন। ২৬ দিন আগে সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়েছে সাফারি পার্কের হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার ফুর্বু। পুরুষ সঙ্গী ধ্রুবর সঙ্গে ২০২২-এর জুলাই মাসে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরেই অগাস্ট মাসে ফুর্বু গর্ভবতী হয় বলে পার্ক সূত্রে খবর। গত ২৭শে মার্চ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ সাফারি পার্কের শেল্টারে সন্তানের জন্ম দিয়েছে মা ভাল্লুক। গত ১০ বছরে এ রাজ্যে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের ক্যাপটিভ ব্রিডিং হয়নি বলেই দাবি করেছেন সাফারি পার্কের কর্তারা। বর্তমানে মা এবং সন্তান দুজনেই সুস্থ রয়েছে। তবে এখনও শিশু ভাল্লুককে মা নিজের কাছ ছাড়া করছে না। ফলে লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে বন কর্তাদের প্রাথমিক ধারণা, স্ত্রী শাবকের জন্ম দিয়েছে ফুর্বু।এদিকে, এখনও চোখ ফোটেনি ভাল্লুক শাবকের। অন্যদিকে, বাঘের পর ভাল্লুকের সফল ব্রিডিংয়ের পর সাফারি পার্কে স্থায়ী প্রজনন কেন্দ্র চালু করারও দাবি উঠেছে। এদিকে, ফুর্বু এবং সন্তানের যাতে কোনরকম সংক্রমন না ছড়ায় তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সন্তানকে কোল ছাড়া করছে না ভাল্লুক দম্পতি। নিয়মিত দুধ পান করাচ্ছে ফুর্বু। এই মুহুর্তে ফুর্বুকে বিভিন্ন ধরনের ফল খেতে দেওয়া হচ্ছে।পাশাপাশি দুধ, ছাতু, গুড়, মধু, কলা দিয়ে শেক বানিয়ে খেতে দেওয়া হচ্ছে। গরম বেশি থাকায় প্রচুর জল এবং তরমুজ জাতীয় খাবারও দেওয়া হচ্ছে বলে সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে। এর বাইরে শেল্টারের সামনে এয়ার কুলার লাগানো হয়েছে। শরীর ঠান্ডা রাখার জন্যে স্নানের জল এবং বরফ দেওয়া হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাটকাটা কলোনী সার্বজনীন শ্রী শ্রী তারক ব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞ কমিটির উদ্যোগে অষ্টকালীন লীলা কীর্তন

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাটকাটা কলোনী সার্বজনীন শ্রী শ্রী তারক ব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞ কমিটির উদ্যোগে অষ্টকালীন লীলা কীর্তন। বহু ভক্তদের ফির লক্ষ্য করা গেছে এই মহানাম কীর্তনে। এবারে এই নাম সংকীর্তন ২৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল।শনিবার এই অষ্টকালীন নাম সংকীর্তনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভক্তদের ভোগ প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। দূরদূরান্তের বহু ভক্ত ভিড় জমান এই নাম সংকীর্তনে।

ভুল চিকিৎসায় এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নার্সিংহোমে ভাঙচুর

কোচবিহার ঃ ভুল চিকিৎসায় দিনহাটা নার্সিংহোমে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নার্সিংহোমে ভাঙচুর,ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে নার্সিংহোম চত্বরে। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সেখানে ছুটে যায়। ছুটে আসে তৃণমূল নেতা এলাকার বাসিন্দা বিশু ধর। মৃত রোগীর আত্মীয় পরিজনরা এ নিয়ে পুলিশে কোন অভিযোগ না জানালেও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ অবশ্য স্বীকার করেন এক রোগীর মৃত্যুর পর নার্সিংহোমে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মৃত ওই রোগীর নাম সোমনাথ দেব। দিনহাটা শহরের কলেজপাড়া এলাকায় তার বাড়ি। জানা গিয়েছে এদিন সকালে সোমনাথ দেব নামে ওই যুবককে দিনহাটার মদনমোহন বাড়ি এলাকায় বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসে পরিবারের লোকেরা।খবর পেয়ে চিকিৎসকেরা ছুটে আসে।এরপরই তাকে একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। ওই রোগীর অবস্থা আরো গুরুতর হয়ে উঠলে তাকে কোচবিহারে রেফার করা হয়। আত্মীয় পরিজনরা তাকে কোচবিহারে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় তার মৃত্যু হয় বলে পরিবারের লোকেরা জানান। তাকে আবার দিনহাটা নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হলে পরিবারের লোকেদের পাশাপাশি আশপাশের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে নার্সিং হোমে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সেখানে ছুটে যায়।তৃণমূল নেতা বিশু ধর জানান, প্রতিবেশী এক যুবক অসুস্থ অবস্থায় দিনহাটার ওই নার্সিংহোমে নিয়ে এলে তাকে গুরুতর অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা কোচবিহারে রেফার করে। এরপর রাস্তায় তার মৃত্যু হয় এবং তাকে আবারও ফিরিয়ে নিয়ে আসে নার্সিংহোমে। তবে ভাঙচুরের বিষয়টি জানা নেই।

টানা এক মাস রোজা রাখার পরে এদিন উদযাপিত হল খুশির ঈদ

কোচবিহার ঃ টানা এক মাস রোজা রাখার পরে এদিন উদযাপিত হল খুশির ঈদ। সারা বিশ্বের সঙ্গে কোচবিহার জেলা তেও ঈদুল ফিতরের নামাজ উদযাপন করলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। মঙ্গলবার কোচবিহার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কোচবিহার জেলা আঞ্জুমানই ইসলামীয়ার পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কয়েক হাজার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে পবিত্র ঈদের নামাজ আদায় করেন। এবং নামাজ শেষে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন।

শিক্ষা দানে অঙ্গ হিসেবে ছাত্রদের সাথে প্রকৃতি ও বণ্যপ্রাণীদের পরিচয় ঘটাতে নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয়ের একদিনের সাফারি

শিলিগুড়ি ঃ নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির যৌথ উদ্দ্যোগে ৩০ জন ছাত্রকে প্রকৃতি পাঠের অঙ্গ হিসেবে আজ বেঙ্গল সাফারি পার্কে ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়।এই শিক্ষা দাবি বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।তিনি নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয়ের পতাকা নাড়িয়ে যাত্রার সুচনা করেন।প্রকৃতি পাঠের পাশাপাশি নানান জীবজন্তুর সঙ্গে ছাত্ররা মিলিত হবে দেখে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।এই যাত্রা সমন্ধে নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি অসীম অধিকারী প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ বক্তব্য জানাতে গিয়ে বলেন ছাত্রদের এই ভ্রমণ পাঠ্য বই পঠন পাঠনের পাশাপাশি প্রকৃতির নানান বৈচিত্র্য সমন্ধে অবগত হবে।তাদের স্কুলের উদ্দ্যোগে এর আগে গজলডোবা ও বেঙ্গল সাফারিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।এবার আবার ছাত্রদের বেঙ্গল সাফারিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়াও তাদের বক্তব্য এই ভ্রমণে দুটি উদ্দেশ্য এই স্কুলে বেশিরভাগ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসেন।তাদের জীবণ যাত্রায় এই সাফারি অনেক মহত্ত্ব রাখে। জীবজন্তুর সঙ্গে অবগত হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবণর কিছুটা সময় আনন্দ উপভোগের সাথে কাঁটাতে পারে এই লক্ষ্যে তাদের উদ্দ্যোগ

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অনলাইনে ফাঁদ পেতে মানবপাচার

মিয়ানমার ঃ মানবপাচারকারীরা এখন আর কোনো এলাকায় সাধারণত যান না। অনলাইনেই কার্যসিদ্ধি হয় তাদের। এশিয়ার বাইরের অনেক দেশ থেকেও বহু মানুষকে প্রথমে বন্ধু এবং সবশেষে দাস বা দাসী বানান তারা।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে মানবপাচারকারীদের তৎপরতা দেখা গেলেও তাদের রুখতে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।

সম্প্রতি মিয়ানমারে শয়ে কোক্কো এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। মিয়ানমারে মানবপাচারের এপিসেন্টার হিসেবে পরিচিত সেই এলাকায় অভিযানের সময় আদিবাসী বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ শুরু হলে কয়েক হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে থাইল্যান্ডে চলে যান। কয়েক হাজার এলাকাবাসী ঘরছাড়া হলেও মানবপাচার রোধে এ অভিযান দৃশ্যত বিশেষ কাজে আসেনি।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, সেনা সরকার এবং গণতন্ত্রকামীদের মধ্যে চলমান সংঘাতের কারণে মিয়ানমারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মানবপাচার রোধে যথেষ্ট তৎপরতা দেখাতে পারছে না। এ কারণে মিয়ানমার এবং আশপাশের কয়েকটি দেশে মানবপাচার বাড়ছে।

গত কয়েক বছরে মানবপাচারকারীদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠেছে কম্বোডিয়া। পাচারকারীরা অনলাইন মাধ্যমকে প্রতারণার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করছেন ব্যাপক হারে। নানা ধরনের বিজ্ঞাপন বা ছলচাতুরির মাধ্যমে অনেকের টাকাপয়সা হাতিয়ে নিচ্ছেন প্রতারকরা। কেউ কেউ টাকাপয়সা দিয়ে চাকরির আশায় ধরা দিচ্ছেন পাচারকারীদের কাছে। কোনোভাবে তাদের কম্বোডিয়া পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে আরো বড় অঙ্কের টাকা আয়ের সুযোগ হয়ে যাচ্ছে প্রতারকদের। তারা তখন প্রতারিত ব্যক্তিকে পণ্যের মতো বিক্রি করে দিচ্ছেন কারো কাছে। বিক্রি হয়ে যাওয়া সেই জীবনে নেমে আসছে দাসত্বের শৃঙ্খল। তখন শুরু হয় আরো টাকা আদায়ের চেষ্টা, টাকা দিতে না পারলে শুরু হয় শারীরিক, মানসিক নির্যাতন। নির্যাতনেও কাজ না হলে শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো 'দাস' বা 'দাসী'কে হত্যা করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না পাচারকারীরা।

কয়েক সপ্তাহ আগে তাইওয়ানের আদালতে মানবপাচারকারীদের একটি দলের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করা হয়। দলটির বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা তাইওয়ানের ৮৮ জন নাগরিককে কম্বোডিয়ায় পাচার করেছে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মানবাধিকার কর্মী এবং অ্যাক্টিভিস্টরা মনে করেন, ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা এই মানবপাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর অভিযান শুরু করা উচিত। কিন্তু বার্মা প্রোগ্রাম অব ইউনাইটেড স্টেটস ইন্সটিটিউট অব পিস (ইউএসআইপি)র কান্ট্রি ডিরেক্টর কোনো দেশেই তেমন কোনো অভিযান না দেখায় হতাশ। তিনি মনে করেন, মানবপাচারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে গতিতে কাজ করছে তা পাচারকারীদের কাজের গতির চেয়ে অনেক মন্থর।

বাংলাদেশের নাগরিক মোহাম্মদ আব্দুস সালামও মানবপাচারকারীদের খপ্পরে পড়েছিলেন। অনলাইনে চাকরির প্রলোভনে সাড়া দিয়ে কম্বোডিয়ায় কার্যত দাসের জীবন যাপন করতে হয়েছে তাকে। একসময় তাকে ব্যবহার করেই বিভিন্ন দেশ থেকে চাকরি দেয়ার নামে মানুষ ধরে আনার কাজ শুরু করে পাচারকারীরা। তখন সালামের কাজই ছিল অনলাইনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষে খুব ভালো চাকরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির ব্যবসায় ব্যাপক লাভের লোভ দেখিয়ে বিনিয়োগের জন্য টাকা আদায় করা বা টাকা আদায়ের পর তাদের কম্পোডিয়ায় নিয়ে আসা।

পাঁচ মাস এভাবে অস্তিত্ব রক্ষার পর এক সুযোগে কম্বোডিয়ার ওই বন্দিশালা থেকে পালিয়ে আসেন আব্দুস সালাম।

মানবপাচারকারীদের হাত থেকে বাঁচার কৌশল জানাতে গিয়ে সালাম বলেন , ''অনলাইনে কেউ যদি আপনার বন্ধু হওয়ার বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখায়, সে যদি নিজের বিলাসবহুল জীবনযাপনযাপন কায়দা করে দেখায় এবং কয়েকদিন পরে ক্রিপ্টোকারেন্সি দিয়ে প্রচুর টাকা আয় করছে জানিয়ে আপনাকেও ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করতে বলে তাহলেই বুঝতে হবে আপনার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়ার সময় এসে গেছে। ঘুরুন এবং দ্রুত দৌড়ে পালান, কারণ, তখন বুঝতে হবে যে, (নারী বা পুরুষ যাই হোন না কেন) তিনি একজন প্রতারক।''

'বাংলাদেশজাপান সম্পর্ক 'কৌশলগত অংশীদারিত্বে' পৌঁছেছে'

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশজাপান বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক 'ব্যাপক অংশীদারিত্ব' থেকে সফলভাবে 'কৌশলগত অংশীদারিত্বে' পৌঁছেছে।

বুধবার সন্ধ্যায় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে বৈঠকের পর এই মন্তব্য করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী কিশিদা এবং আমি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আদ্যপান্ত আলোচনা করেছি। আমরা খুব খুশি যে, আমরা বাংলাদেশজাপান বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পকর্কে 'ব্যাপক অংশীদারিত্ব' থেকে 'কৌশলগত অংশীদারিত্বে পৌঁছাতে পেরেছি।''

দুই প্রধানমন্ত্রীরমধ্যে আলোচনার পর ঢাকা ও টোকিও কৃষি, শিল্প উন্নয়ন, জাহাজ রিসাইক্লিং, মেট্রোরেল, মেধাসম্পদ, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়, আইসিটি এবং সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতাসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই হয়। আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, পরিকল্পনামন্ত্রী আব্দুল মান্নান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

এর আগে দুপুরে টোকিওর ইম্পেরিয়াল প্যালেসে জাপানের সম্রাট নারুহিতোর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় পারস্পরিক কুশল বিনিময় ছাড়াও দুই দেশের বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেন তারা।

চারদিনের জাপান সফরের দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) প্রেসিডেন্ট আকিহিকো তানাকার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। স্থানীয় সময় বুধবার সকালে জাপানের রাজধানী টোকিওর আকাসাকা প্যালেস স্টেট গেস্ট হাউসে এই সাক্ষাৎ করেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব গুলশাহানা ঊর্মি।

জাইকা প্রেসিডেন্ট ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় দেশটির অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের। সাক্ষাৎপর্বের শুরুতে দেখা করেন বাংলাদেশজাপান কমিটি ফর ইকোনমিক কোঅপারেশনের চেয়ারম্যান ফুমিও কুকোবু। এরপর সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জাইকা প্রেসিডেন্ট ড. আকিহিকো তানাকা। এসময় তারা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন।

পরে একই স্থানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন জেট্রোর চেয়ারম্যান ও সিইও ইশিগুরো নোরিহিকো। পাশাপাশি ছিলেন জাপানবাংলাদেশ পার্লামেন্টরি ফ্রেন্ডশিপ লীগের প্রেসিডেন্ট তারো আসো। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীপ্রতিমন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেল পৌনে পাঁচটায় টোকিওর হানেদা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সফরসঙ্গী। বিমানবন্দরে শেখ হাসিনাকে জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাকেই সানসুকে ও জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাহাবুদ্দিন আহমেদ অভ্যর্থনা জানান। এ সময় জাপান সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। লালগালিচা সংবর্ধনার পরে তাকে আনুষ্ঠানিক মোটর শোভাযাত্রা সহকারে আকাসাকা প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়।

দ্বিপাক্ষিক সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয়োজিত সংবর্ধনা ও একটি বিনিয়োগ সম্মেলন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টোকিওতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং জেট্রোর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবেন।

জাপানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি ও কমিউনিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া ছাড়াও শেখ হাসিনা জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োশিমাসা হায়াশির সঙ্গে বৈঠক করবেন। তিনি জেইটিআরও, জেইইআইসি, জেবিপিএফএল, জেবিসিসিইসির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকসহ আরও কয়েকটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে যোগ দেবেন। জাপানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল এনএইচকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করবে।

জাপান সফর শেষে শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টোকিও থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন যাবেন। যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে বৃহস্পতিবার (০৪ মে) যাবেন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। ত্রিদেশীয় সফর শেষে আগামী মঙ্গলবার (৯ মে) সকালে দেশে ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রচণ্ড গরমে বোরো ধান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

ঢাকা ঃ অতিরিক্ত গরমে লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে ৮৩ হাজার ৪২৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধান 'চিটা' হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ধানখেতে কৃষকদের সবসময় জল দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কৃষি বিভাগ।

কৃষি বিভাগের পরামর্শে ধানখেতে সার্বক্ষণিক সেচের পানি দিতে গিয়ে এ বছর কৃষকদের বোরো ধান উৎপাদনে বিঘাপ্রতি ৬০০-৮০০ টাকা বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে।

গত বছরগুলোয় এ সময় বোরোখেতে সেচের পানির প্রয়োজন হতো না বলে দ্য ডেইলি স্টারকে কৃষকরা জানিয়েছেন।

কৃষি বিভাগ সূত্র ডেইলি স্টারকে জানায়, এ বছর লালমনিরহাটের ৫ উপজেলায় ৪৭ হাজার ৮৫০ হেক্টর ও কুড়িগ্রামের ৯ উপজেলায় এক লাখ ১৯ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে ২০ শতাংশ জমির ধান পেকেছে। আধাপাকা হয়েছে ৩০ শতাংশ জমির ধান। এখনো মুকুল ও শীষের পর্যায় আছে ৫০ শতাংশ জমির ধান।অতিরিক্ত গরমের কারণে মুকুল ও শীষ পর্যায়ের ধানগুলো নষ্ট (চিটা) হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

লালমনিরহাট সদর উপজেলার ফুলগাছ গ্রামের কৃষক কাদের আলী (৬৫) ডেইলি স্টারকে বলেন, '৮ বিঘা জমিতে বোরো চাষ করেছি। ২ বিঘা জমির ধান আধাপাকা হয়েছে। ৬ বিঘা জমির ধানে মুকুল ও শীষ দেখা দিয়েছে। প্রচণ্ড গরমের কারণে এ বছর বোরো ধান পাতান (চিটা) হতে পারে।'

'কৃষি বিভাগের পরামর্শে খেতে পানি দিতে হচ্ছে,' উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'এতে প্রতিবিঘায় ধান উৎপাদনে ৭০০ টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে। গত বছরগুলোয় ধানখেতে এ সময় সেচের পানির প্রয়োজন হতো না।'

লালমনিরহাট সদর উপজেলার মন্ডলেরহাট এলাকার কৃষক আনোয়ার হোসেন (৬০) ডেইলি স্টারকে বলেন, '১০ বিঘা জমিতে বোরো চাষ করেছি। এ বছর ধান পাতান (চিটা) হওয়ার আশঙ্কা করছি।'

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার শিমুলবাড়ী গ্রামের কৃষক হেমন্ত বর্মণ (৬৫) ডেইলি স্টারকে বলেন, 'সার, বীজ, তেল ও শ্রমিক খরচ বেড়ে যাওয়ায় এমনিতেই প্রতিমণ ধান উৎপাদনে ৯৫০-১০০০ টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে। বাড়তি সেচে দিতে গিয়ে বিঘাপ্রতি ৬০০-৮০০ টাকা বেশি খরচ হচ্ছে।' এ বছর প্রতিমণ ধান উৎপাদনে প্রায় ১ হাজার ১০০ টাকা খরচ হতে পারে বলে জানান তিনি।

লালমনিরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক হামিদুর রহমান ডেইলি স্টারকে বলেন, 'বোরো ধানের জন্য ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়ার নিচে তাপমাত্রা প্রয়োজন। গত কয়েকদিন ধরে এ অঞ্চলের তাপমাত্রা ৩৭-৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করছে। এ তাপমাত্রা বোরোর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ অবস্থায় খেতে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ করা হলে ধানের তেমন ক্ষতি হবে না।'

'তবে যে কৃষক সার্বক্ষণিক জল সরবরাহ রাখতে পারবেন না তাদের ধান চিটা (পাতান) হতে পারে। তাই অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে খেতে সর্বদা জল রাখার পরামর্শ দিচ্ছি,' যোগ করেন তিনি।

সুদান থেকে নাগরিকদের সরালো জার্মানি

সুদান ঃ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ১২০ জন জার্মান নাগরিককে নিয়ে বিমান সুদান থেকে জর্ডন গেল। সুদানে সংঘর্ষবিরতির সুযোগ নিয়ে জার্মান নাগরিকদের নিরাপদে দেশে ফেরানো হলো। মঙ্গলবার ১২০ জন নাগরিক ও কূটনীতিককে বিমানে করে প্রথমে জর্ডন নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তারা জার্মানিতে ফিরছেন। জার্মানির প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, সুদান থেকে শেষ উদ্ধারকারী বিমান জর্ডন চলে গেছে। আর নতুন করে কোনো বিমান উদ্ধারের জন্য সুদানে যাবে না। গত রোববার এই উদ্ধারকাজ শুরু হয়। এর দায়িত্ব দেয়া হয় বিমানবাহিনীর উপর। মোট ছয়শজনকে সুদান থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবক বলেছেন, যে সব জার্মান নাগরিক এখনো সুদানে আছেন, তাদের নিরাপদে দেশে ফেরানোর প্রয়াস জারি থাকবে। সুদানের কাছে একটি বিমানঘাঁটি থেকে জার্মানির উদ্ধারকারী বিমান ছেড়েছে। সুদানের সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে এই কাজ হয়েছে। যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, জার্মানি উদ্ধারের কাজ শেষ করে ফেলার পর তারা এবার ওই বিমানঘাঁটি ব্যবহার করে তাদের নাগরিকদের ফেরাবার কাজ শুরু করবে। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সংগঠন ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে, সুদানে যেভাবে তীব্র সংঘর্ষ হচ্ছে, তাতে সেদেশ থেকে প্রায় তিন লাখ মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দেশ ছাড়তে পারেন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সুদান থেকে হাজার হাজার মানুষ আসছেন। আগামী দিনে আরও আসতে পারেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পশ্চিমা বিশ্বের কাছে আরো ছাড় চায় রাশিয়া

মাস্কো ঃ দফায় দফায় পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞার ভারে ভারাক্রান্ত রাশিয়া খাদ্যশস্য ও সার রপ্তানির পথে বাধা দূর করতে একাধিক ছাড়পত্রের দাবি করছে। অন্যথায় ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানির মেয়াদ না বাড়ানোর হুমকি দিচ্ছে মস্কো। যুদ্ধের কারণে ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে খাদ্যপণ্য রপ্তানি প্রথমে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গত জুলাই মাসে তুরস্ক ও জাতিসংঘের উদ্যোগে মস্কো ইউক্রেন থেকে কৃষ্ণ সাগরে জাহাজের মাধ্যমে কৃষিপণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এক বোঝাপড়া মেনে নেয়। তবে নীতিগতভাবে তিন বছর মেয়াদের সেই চুক্তির বাস্তব মেয়াদ কম রেখে রাশিয়া বার বার আন্তর্জাতিক বিশ্বের উপর চাপ সৃষ্টি করার হাতিয়ার হাতছাড়া করে নি। বিশেষ করে রাশিয়া থেকে খাদ্যশস্য ও সার রপ্তানি সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক এক চুক্তি সম্পর্কে নিজস্ব মনোভাবের ভিত্তিতে নিজের হাতে রাশ রাখতে চাইছে মস্কো। নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবার ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, যে রাশিয়া থেকে খাদ্যশস্য ও সার রপ্তানি সুগম করতে জাতিসংঘের সঙ্গে চুক্তির 'কার্যত কোনো ফল' মস্কো দেখতে পাচ্ছে না। তিনি এমন অচলাবস্থার জন্য পশ্চিমা বিশ্বকে দায়ী করেন। সেই বাধা দূর করতে মস্কোর দাবি না মানলে রাশিয়াও ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি চুক্তির বোঝাপড়ার মেয়াদ বাড়াবে না। উল্লেখ্য, ১৮ই মে সেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার উপর দফায় দফায় নানা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে গেলেও খাদ্যশস্য ও সারের ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো বাধা সৃষ্টি করে নি। তবে মস্কোর অভিযোগ, আর্থিক লেনদেন, লজিস্টিক্স ও বিমার ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞার কারণে বাস্তবে খাদ্যশস্য ও সার রপ্তানির ক্ষেত্রে নানা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও আমদানি করা যাচ্ছে না। সেই অচলাবস্থা কাটাতে রাশিয়ার দাবির তালিকায় অন্যতম প্রধান বিষয় রাশিয়ার কৃষি ব্যাংককে আন্তর্জাতিক 'সুইফট' কাঠামোয় ফিরিয়ে আনার ছাড়পত্র। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেশ সে বিষয়ে কোনো আশ্বাস না দিয়ে এক পালটা প্রস্তাব রেখেছেন। তাঁর মতে, রাশিয়ার কৃষি ব্যাংকের লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্কিন ব্যাংকগুলি সহায়তা করতে পারে। লাভরভ এমন এককালীন সমাধানসূত্র সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন। জাতিসংঘের মহাসচিব সোমবার লাভরভকে রুশ প্রেসিডেঃট ভ্লাদিমির পুটিনের উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি হস্তান্তর করেন। তাতে ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানির কাঠামোর উন্নতি, মেয়াদবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রস্তাবের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। মঙ্গলবার লাভরভ বলেন, প্রেসিডেন্ট পুটিন সেই চিঠি না পড়া পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানির সিংহভাগই আপাতত রাশিয়ার কৌশলগত সহযোগী চীনের কাছে গেলেও সে বিষয়ে বেইজিংএর সঙ্গে মস্কোর কোনো কথা হয় নি। শুধু সমুদ্রপথে নয়, স্থলপথেও ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ইউক্রেনের প্রতিবেশী ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশ অপেক্ষাকৃত সস্তার সেই কৃষিপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। তবে এবার ইইউর কৃষির দায়িত্বপ্রাপ্ত শীর্ষ কর্মকর্তা সেই অচলাবস্থা কাটানোর বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন। শুধু বহির্বিশ্বে রপ্তানির জন্য নির্দিষ্ট খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকবে না বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

জাতিসংঘে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের সংঘাত

মাস্কো ঃ নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সভাপতি দেশ হিসেবে রাশিয়া পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেও মহাসচিব ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউক্রেনের উপর সে দেশের হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। খাদ্যশস্য রপ্তানি চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাশিয়ার দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। সশরীরে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত হতে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্বের দায়িত্ব সত্ত্বেও নিষেধাজ্ঞার কারণে মার্কিন ভূখণ্ডে পা রাখতে শেষ মুহূর্তে ছাড়পত্র পান তিনি। রুশ সাংবাদিকরা অবশ্য ভিসা না পাওয়ায় প্রতিনিধিদলের অংশ হতে পারেন নি। তার উপর জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেশ লাভরভের পাশে বসে সরাসরি ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার কড়া নিন্দা করেন। তিনি বলেন, এই হামলার ফলে ইউক্রেনের মানুষের দুর্দশা ও ধ্বংসলীলা চলছে এবং করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক বিভ্রাটের আরও অবনতি ঘটছে। গুতেরেস বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বলেন, প্রধান শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। ফলে বেপরোয়া পদক্ষেপ বা ভুল হিসেবের কারণে সংঘাতের ঝুঁকিও বাড়ছে। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ বলেন, সম্ভবত শীতল যুদ্ধের তুলনায় আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। মাল্টিল্যাটারিজম বা বহুপক্ষীয়তাবাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি পশ্চিমা বিশ্বকে 'সংখ্যালঘু' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, সত্যি কথা হলো কেউ তাদের মানবজাতির হয়ে কথা বলার অধিকার দেয় নি। জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিন্ডা টমাসগ্রিনফিল্ড লাভরভের ভাষণ সম্পর্কে তীর্যক মন্তব্য করে বলেন, 'আজকের সভার ভণ্ড আহ্বায়ক' হিসেবে রাশিয়া তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইউক্রেনের উপর হামলা চালিয়ে জাতিসংঘের সনদের মূলে আঘাত করেছে। বেআইনি, প্ররোচনাহীন ও অপ্রয়োজনীয় এই যুদ্ধ সবচেয়ে পবিত্র নীতির বিরোধী। তিনি বলেন, আগ্রাসনের লক্ষ্যে যুদ্ধ ও জমি দখল কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নও রাশিয়ার তীব্র সমালোচনা করেছে। জাতিসংঘে উভয় পক্ষের প্রবল বাকযুদ্ধ সত্ত্বেও আগামী ১৮ই মের পরেও কৃষ্ণ সাগর হয়ে ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি সংক্রান্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর উদ্যোগ চলছে। জাতিসংঘের মহাসচিব সেই ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। তিনি আরও এক চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া থেকেও খাদ্যশস্য ও সার রপ্তানি সহজ করার ক্ষেত্রে সহায়তার অঙ্গীকার করেন। রাশিয়া অবশ্য সার রপ্তানি সংক্রান্ত বোঝাপড়া ঠিকমতো কার্যকর হচ্ছে না বলে অভিযোগ করছে। গুতেরেশের মতে, বৃহত্তর নিরাপত্তা ও সবার সমৃদ্ধির স্বার্থে এমন সহযোগিতা যে অপরিহার্য, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। রাশিয়া অবশ্য এখনো ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি সংক্রান্ত বোঝাপড়া শেষ করার হুমকি দিয়ে চলেছে। সোমবার সন্ধ্যায় রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে উলটে ইউক্রেনের সরকারকে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেছে। কিয়েভের প্রশাসনের 'সন্ত্রাসী হামলা'র কারণে খাদ্যশস্য চুক্তির মেয়াদ বাড়োনার উদ্যোগকে হুমকির মুখে ফেলছে বলে রাশিয়া দাবি করেছে। গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে রাশিয়ার ব্ল্যাক সি ফ্লিটের উপর ড্রোন হামলার অভিযোগ করেছে মস্কো।

সম্পাদকীয়

সিলেবাস থেকে ডারউইনের থিওরি বাদ পড়ায় বিজ্ঞানীরা ক্ষুব্ধ

ভারতে জাতীয় স্তরের স্কুল পাঠক্রম থেকে চার্লস ডারউইনের প্রবর্তিত জৈব বিবর্তনবাদের তত্ত্ব (থিওরি অব বায়োলজিক্যাল ইভোলিউশন) বাদ পড়ার পর দেশের শত শত বিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ এক খোলা চিঠিতে সেই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) নামে যে সংস্থা দেশে সিলেবাস 'র‍্যাশনালাইজেশনে'র কাজ করে থাকে, তারাই দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান টেক্সটবুক থেকে এই বিষয়টি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে কোভিড মহামারির সময় ছাত্রছাত্রীদের 'সিলেবাসের বোঝা' কমানোর যুক্তিতে সাময়িকভাবে বিবর্তনবাদকে পাঠক্রমের বাইরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেই সিদ্ধান্তকেই স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে ভারতের ১৮০০রও বেশি বিজ্ঞানী ও গবেষক এক খোলা চিঠিতে বলেছেন, শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য ডারউইনের বিবর্তনবাদ বুঝতে শেখাটা অপরিহার্য। ছাত্রছাত্রীদের বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে জানতে নাদেওয়াটা 'শিক্ষার নামে প্রহসন' বলেও মন্তব্য করেছেন 'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি' নামে ওই সংগঠন, যাদের লেটারহেডে ওই চিঠিটি লেখা হয়েছে। এই চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস এবং একাধিক আইআইটির মতো নামীদামী বহু প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। স্কুলের বিজ্ঞান পাঠক্রমে যাতে বিবর্তনবাদ অবিলম্বে আবার ফিরিয়ে আনা হয়, ওই খোলা চিঠিতে সেই দাবিও জানা হয়েছে। ডারউইনের থিওরি নিয়ে বিশ্বের বহু দেশেই অবশ্য বিতর্ক আছে, ধর্মীয় কারণে পৃথিবীর নানা দেশেই এটি স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে পড়ানো হয় না। কিন্তু ভারতে বিজ্ঞানের সিলেবাস থেকে এটিকে বাইরে রাখার ঘটনা এই প্রথম। দেশের বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা অনেকেই মনে করছেন, যে দক্ষিণপন্থী আদর্শের দল এখন ভারতে ক্ষমতায় রয়েছে তাদের সমাজদর্শন ও ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই এনসিইআরটি এই পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম দফার সরকারেই বিবর্তনবাদ নিয়ে তীব্র বিতর্ক উসকে দিয়েছিলেন তৎকালীন মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিং। মুম্বাই পুলিশের এই সাবেক কমিশনার ২০১৮ সালে দেশের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন দাবি করেছিলেন, ডারউইনের থিওরি বৈজ্ঞানিকভাবেই 'ভুল'। তাঁর যুক্তি ছিল, কেউ কি কখনো দেখেছে একটা বাঁদর ধীরে ধীরে মানুষে পরিণত হচ্ছে? মানুষ যখন থেকে পৃথিবীতে এসেছে, তখন থেকেই সে মানুষই ছিল বলেও দাবি করেন তিনি। এই মন্তব্য নিয়ে হইচই শুরু হওয়ার পরও সত্যপাল সিং নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। বরং সওয়াল করেছিলেন, দেশের স্কুলকলেজে অবিলম্বে বিবর্তনবাদ পড়ানো বন্ধ করা উচিত। সত্যপাল সিং এখন আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত নন, কিন্তু দেশের সরকার তাঁর সেই বক্তব্যই বাস্তবায়ন করছে বলে বিশেষজ্ঞরা অনেকে বলছেন। ভারতের কোনও কোনও বিজ্ঞানী এমনও দাবি করে থাকেন, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে ভগবান বিষ্ণুর যে 'দশাবতারে'র কথা বলা হয়েছে তাতে বিবর্তনবাদ ডারউইনের থিওরির চেয়ে অনেক ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির উপাচার্য জি নাগেশ্বর রাও ২০১৯ সালে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে বিবর্তনবাদের এই 'দশাবতার তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা করতে একটি পেপারও উপস্থাপন করেছিলেন। ডারউইনের থিওরিকে যেভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হচ্ছে তাতে ভারতের বিজ্ঞানচর্চা তথা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে বলেই শিক্ষাবিদরা অনেকেই মনে করছেন। দিল্লিতে লেখক ও গবেষক দীনেশ চন্দ্র শর্মার কথায়, আজ ডারউইনকে বাদ দিয়ে জীববিদ্যা পড়ানো হচ্ছে। এরপর হয়তো নিউটন আর আইনস্টাইনকে বাদ দিয়ে ফিজিক্স পড়ানোর চেষ্টা হবে। ডারউইনের থিওরি অব ইভোলিউশন বা বিবর্তনবাদ নিয়ে বিতর্ক অবশ্য দুনিয়াতে নতুন নয়। বিগত বহু দশক ধরে আমেরিকাসহ পৃথিবীর নানা দেশে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায় ও রক্ষণশীল গোষ্ঠী চার্লস ডারউইনের এই তত্ত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। তবে সিলেবাস থেকেই এই থিওরি বাদ দেওয়ার মতো চরম পদক্ষেপ নিয়েছে হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি দেশ, যার মধ্যে বেশির ভাগই মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়াতে।

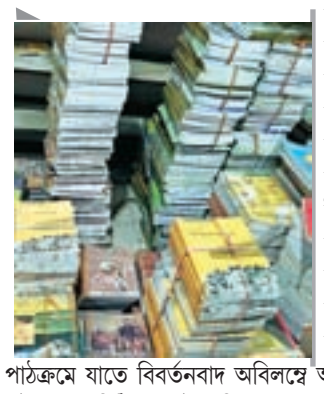

লাগামহীন মূল্যস্ফীতির কারণে যারা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে

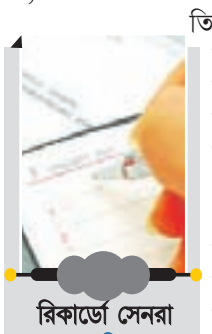

রিকার্ডো সেনরা
প্রাবন্ধিক

মেসেরেত আদ্দিস খুব নিচু স্বরে কথা বলছিলেন। তার গলা কাঁপছিল। ৮৩ বছর বয়সী এই নারীর বেশিরভাগ সময় কাটে বিছানাতেই।

রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে নাকের সঙ্গে লাগানো টিউবে জোরে নিশ্বাস নিলেন তিনি। আমি ভুগতে চাই না। আমি ক্ষুধার্ত থাকতে চাই না। আমি ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে চাই না, বলেন তিনি। মেসেরেত আদ্দিস তার তিন নাতিনাতনিকে নিয়ে থাকনে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায়, ছোট্ট একটি ঘরে। তার মেয়ে ডায়াবেটিসে মারা গেছেন। তিনি নিজেও একজন বিধবা। নাতিনাতনিরা স্কুলেই সকালের নাস্তা দুপুরের খাবার খেতে পারে। ফলে তিনি নিজের জন্য কিছুটা খাবার বাঁচাতে পারেন। দিনে একবেলা খান তিনি। তাও প্রত্যেকদিন নয়। আমরা শুধু কোলো (এক ধরনের রোস্ট করা খাদ্যশস্য) আর জল খাই। তার পর ঘুমিয়ে পড়ি। যখন এটুকুও সংগ্রহ করতে না পারি, তখন আমাদের আর কিছু করার থাকে না। মেসেরেত আদ্দিসের এই গল্প বিচ্ছিন্ন কোনো গল্প নয়।

বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি সঙ্কটের কেমন প্রভাব পড়েছে সেটা বুঝতে বিবিসি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বয়স্ক লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছে। তাদের বক্তব্য থেকে যে চিত্র ফুটে ওঠেছে তাতে দেখা যাচ্ছে এই বয়সী লোকেরা কতোটা নাজুক হয়ে পড়েছে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরতা কতোটা বেড়েছে এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে তাদেরকে কতোটা কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হচ্ছে।

বয়স্ক লোকজনের ব্যাপারে একেবারেই কোনো তথ্য নেই, বলেন জাতিসংঘের একজন বিশেষজ্ঞ ক্লডিয়া মাহলার। বৃদ্ধ লোকজনের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন তিনি। যখনই কাউকে সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া হয়, তারা বাদ পড়ে যান। কারণ তারা দৃশ্যমান নয়। তিনি বলেন অন্যান্য সোচ্চার গ্রুপের কারণে তাদের কথা শোনা যায় না। বৃদ্ধ লোকজনকে নিয়ে কাজ করে এরকম একটি দাতব্য সংস্থা হেল্পএইজ ১০টি দেশে এনিয়ে কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর অর্থায়নে পরিচালিত নতুন এই গবেষণায় দেখা গেছে বয়স্ক লোকজন বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সব ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

তার মধ্যে রয়েছে জীবনে এই প্রথমবারের মতো ভিক্ষা করা থেকে শুরু করে হাসপাতালের চিকিৎসা নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া।

আমি দেখছেন যে আমি অসুস্থ। আমি বিছানায় পড়ে আছি। আমি যদি চিকিৎসা না নেই, তাহলে আমার মৃত্যু হবে, বলেন মেসেরেত আদ্দিস।

আদ্দিস আবাবা থেকে চার হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে একই ধরনের দুর্দশার কথা বলছিলেন ৬৭ বছর বয়সী এলিস চোবানিয়ান।

আমি ঠিক কতবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছি সে বিষয়ে কথা বলতে চাই না, বলেন এই নারী।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন বয়স্ক লোকজনের ওপর এই সঙ্কটের গুরুতর প্রভাব পড়েছে।

বিষণ্ণতা তো শুধু বিষণ্ণতা নয়। এটাকে শুধু বয়সজনিত বিষয় হিসেবে দেখা হয়। এটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু এটা আসলে অনেক বড় বিষয় যার ওপর তেমন একটা দৃষ্টি দেওয়া হয় না, বলেন জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ ক্লডিয়া মাহলার।

মিজ চোবানিয়ান লেবাননের রাজধানী বৈরুতের ছোট্ট একটি ঘরে আরো দশজনকে নিয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে দুজন তার মেয়ে যাদের সম্প্রতি বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। এই দুই মেয়ের আটজন সন্তানও তাদের সঙ্গে থাকেন।

তিনি বলেন ২০২০ সালের পর থেকে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। এখন পরিস্থিতি যতোটা কঠিন, আগে কখনো এরকম ছিলো না, বলেন তিনি।

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বলছে সারা বিশ্বে যেসব মানুষ বড় ধরনের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তাদের সংখ্যা ২০১৯ সালে ছিল ১৩ কোটি ৫০ লাখ। কিন্তু ২০২২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ কোটি ৫০ লাখ।

কোভিড মহামারি এবং জলবায়ুর পরিবর্তন ছাড়াও ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের কারণে সারা বিশ্বে খাদ্য, জ্বালানি এবং ওষুধ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতিও উচ্চ হারে বেড়েছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই লেবানন অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। দেশটিতে গত বছর খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৩৭২.৮।

আমার নাতনিরা শুধুমাত্র মুরগির গন্ধ পাওয়ার জন্য মুরগির দোকানগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, বলেন মিজ চোবানিয়ান।

গতকাল তারা খুব ক্ষুধার্ত ছিল। আমার কাছে কিছু ছিল না। তখন তারা বলল ঠিক আছে, ঘুমিয়ে পড়ি, দেখি মুরগি নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখা যায় কি না।

মিজ চোবানিয়ানের মেয়েরা কেয়ারারের কাজ করেন এবং তা থেকে তিনি মাসে ২০ ডলার পেয়ে থাকেন।

এই সঙ্কট শুরু হওয়ার আগে আমি ফুল তোলা কাপড় বিক্রি করতাম। কিন্তু এখন যে অবস্থা কেউই কিছু কিনছে না। আমি যেটা করছি সেটাকে তারা বিলাসবহুল জিনিস বলে মনে করছে। এটা কেনার জন্য লোকজনের কাছে কোনো অর্থ নেই, বলেন তিনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন মিজ আদ্দিস ও মিজ চোবানিয়ানের মতো বয়স্ক নারীরাই বর্তমান সঙ্কটের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি হচ্ছে যখনই কোনো পরিবারে খাবারের অভাব দেখা দেয়, তখন নারীরা সবার আগে খাওয়া দাওয়া থেকে বিরত থাকে। এছাড়াও সামাজিক বৈষম্যের কারণে নারীদের উপার্জন করার ক্ষমতাও কম থাকে, বলেন হেল্প এইজের একজন কর্মকর্তা বব বাবাজানিয়ান।

পরিবারের কাঠামোও এমন যে সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণও কম থাকে।

সাধারণত পরিবারের শিশু ও আত্মীয় স্বজনদের নারীরাই দেখাশোনা করেন। তারা যখন বাড়ির বাইরে কাজ করেন, তাদের উপার্জনও পুরুষের তুলনায় কম থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা অনানুষ্ঠানিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকেন।

নারী ও পুরুষের উপার্জনের মধ্যে যে বৈষম্য সেবিষয়ে আমরা প্রায়শই কথা বলে থাকি। পেনশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাদের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে, বলেন জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ ক্লডিয়া মাহলার।

নারী ও মেয়েশিশুরা ভালো শিক্ষা না পেলে তারা পুরুষদের মতো একই কাজের জন্য সমান সুযোগ পায় না। এর ফলে তারা পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও কম পেয়ে থাকে, বলেন তিনি।

কিন্তু বয়স্ক পুরুষদেরও নানা ধরনের কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়।

জিয়াউদ্দিন খিলজি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে তার গাড়ি মেরামতের দোকানের দরজার কাছে বসেছিলেন। তখন দুপুর। সাত বছর ধরে কিডনি ডায়ালিসিসের পর তার স্ত্রী গত মাসে মারা গেছেন।

তার বয়স এখন ৬৮। কোনো পেনশন না পাওয়ার কারণে তাকে এই বয়সেও কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু তার যেসব ক্লায়েন্ট গাড়ি ঠিক করাতে তার কাছে আসতো, গত এক বছরে তারা যেন কোথাও হারিয়ে গেছে।

একটা সময় ছিল যখন সারাদিনে একটুও ফুসরত পাওয়া যেত না।। আর এখন, সেই সকাল থেকে এই দুপুর পর্যন্ত এই একটা কাজ পেয়েছি, ধুলার আস্তর পরা কিছু যন্ত্রপাতির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছিলেন মি. খিলজি।

পাকিস্তানে গত প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে সবচেয়ে বেশি।

বর্তমানে তিনি তার ওয়ার্কশপের পেছনে গুটিয়ে রাখা একটি ম্যাট্রেসে ঘুমান। কিন্তু গত মাসে এই দোকানের বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণে এখানে থাকা যাবে কি না তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

স্ত্রীর চিকিৎসা খরচ যোগাতে তিনি যে অর্থ ঋণ করেছিলেন, সুদের হার বেড়ে যাওয়ার কারণে সেটাও বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে।

আমার ডায়াবেটিস আছে। আমার হার্টে একটি স্টেন্ট পরানো। আমার কিডনিতে সমস্যা আছে। কিন্তু আমাকে যেসব ট্যাবলেট খেতে হয় সেগুলোর দাম বেড়ে গেছে। কখনও কখনও আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেই। যখন কিনতে পারি, তখন খাই। এছাড়া আমি আর কী করবো?

ইথিওপিয়াতে মিজ আদ্দিসের ফুসফুসের জন্য যেসব ওষুধ খাওয়া দরকার সেগুলোও কেনাও তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

হেল্পএইজের গবেষণাতেও দেখা গেছে মিজ আদ্দিস ও মি. খিলজির মতো বয়স্ক লোকেরা মূল্যবৃদ্ধির কারণে ওষুধ খাওয়া ও হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব যে শুধু ইথিওপিয়া, লেবানন ও পাকিস্তানের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর বয়স্ক লোকজনের ওপর পড়েছে তা নয়। যুক্তরাজ্যের মতো সমৃদ্ধ একটি দেশেও এই সঙ্কট চোখে পড়ে।

লন্ডনের দক্ষিণাঞ্চলে থাকেন ৭৪ বছর বয়সী থাবানি সিথোল। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত নার্স। প্রতিদিন তার যতোটুকু খাবারের প্রয়োজন তার জন্যে তিনি স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় গড়ে তোলা ফুড ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন।

আমি কখনো ভাবি নি যে আমাকে একদিন ফুড ব্যাঙ্ক ব্যবহার করতে হবে। কখনোই ভাবিনি। কারণ সবকিছুই তো ভালো ছিল। আমার যে সামান্য সঞ্চয় ছিল তা দিয়ে সবই ঠিকমতো চলছিল। আমি ভাবতাম 'এই লোকগুলোকে কেন ফুড ব্যাঙ্কে আসতে হচ্ছে?'

এখন তো আমাকেই আসতে হয় এবং লাইনে দাঁড়াতে হয়, বলেন তিনি। এসময় তিনি আঙ্গুল তুলে তার কিচেনের টেবিলের ওপর রাখা কিছু ক্যান দেখাচ্ছিলেন।

ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা এনএইচএসে কাজ করতেন তিনি। ২০১৯ সালে অবসরে যান। সেসময় তিনি ভেবেছিলেন জীবন তো মাত্র শুরু হচ্ছে, কিন্তু জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সবকিছু বদলে গেছে।

কখনো কখনো কোনো একটা জিনিস পেতে মন চায়। কিন্তু এখন তো খাওয়ার জন্য যথেষ্ট খাবার পেলেই চলে।

মিজ সিথোলের কন্যার বয়স যখন মাত্র দু'মাস তখন তিনি তার স্বামীকে হারান। এখন তিনি তার একমাত্র কন্যার সঙ্গে বসবাস করেন। বাড়ির বসার ঘরের দেওয়ালজুড়ে রয়েছে এই মেয়ের ছবি।

আমাকে দেখার জন্য অন্তত সে তো আছে। এখন আমি এটাই এফোর্ড করতে পারি।

যদিও পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্ভর করা স্বাভাবিক বিষয়, তার পরেও বয়স্ক লোকজনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে এই রীতিও কঠিন হয়ে পড়বে।

কিংস কলেজ লন্ডনের বার্ধক্যবিদ্যা ইন্সটিটিউটের পরিচালন ওয়েই ইয়াং বলেন, যুক্তরাজ্যে যাদের বয়স ৬৫ কিম্বা তারচেয়েও বেশি, আগামী কয়েক দশকে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বেড়ে যাবে।

সাহায্যের জন্যে পরিবারে যে সবসময় অল্পবয়সী সদস্যরা থাকবে সেটা প্রায় অসম্ভব। বয়স্ক লোকজনকে দীর্ঘমেয়াদে কিভাবে সেবা দেওয়া যাবে সেবিষয়ে নতুন উপায় খুঁজে বের করার জন্য সরকারকে ভাবতে হবে, বলেন ড. ইয়াং।

মিজ সিথোল বলেন সাহায্যের জন্য তিনিও ইন্ডিপেন্ডেন্ট এইজের মতো দাতব্য সংস্থার ওপর নির্ভর করেন। তার আশঙ্কা যে সামনে দিনগুলোতে আরো খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে।

প্রত্যেক দু'মাসে মর্টগেজের পরিমাণ বাড়ছে, বলেন তিনি। মর্টগেজ দিতে না পারলে আমাদেরকে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

এখন আমাদেরকে এই বাড়ি বিক্রি করে দিতে যেখানে একটু সস্তা সেসব জায়গায় চলে যেতে হবে। তবে সেখান থেকে আমার মেয়ের কাজে যাওয়া কঠিন হবে।

বয়স্ক যেসব লোকজন বর্তমানে কঠিন সময় পার করছেন, তাদেরকে তিনি মুখ খোলার আহবান জানিয়েছেন।

লজ্জা পাবেন না। ভয় পাবেন না, বলেন তিনি। একসময় এমন ছিল। লোকে বলতো 'ওহ তুমি গরিব, তুমি নার্স হিসেবে কাজ করতে, তুমি এখানে কেন?'

এখন কেউ এসব বলছে না। কারণ শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স সবাই এখন খাদ্য সংগ্রহ করতে ফুড ব্যাঙ্কে যাচ্ছে।

সাময়িকী

ডাইনি অপবাদ নিয়ে তিন বছর ধরে ঘরছাড়া এক আদিবাসী পরিবার

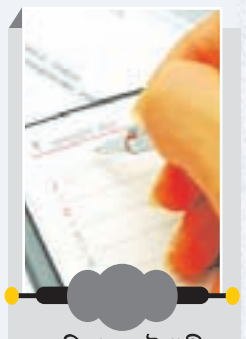

অমিতাভ ভট্টশালী
কলামিস্ট

পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামের ১২ জন আদিবাসীকে ডাইনি বলে ঘরছাড়া করা হয়েছে। করোনা মহামারীর আগের ওই ঘটনার পরে গত প্রায় তিন বছর তারা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে থাকছেন। সেখানেও ডাইনি বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে আত্মীয়রাই। ঘরছাড়া ওই পরিবারের বয়স্ক থেকে শুরু করে শিশুকিশোর আর নারীরাও আছেন। বীরভূম জেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের কাছেই মণিকুণ্ডডাঙ্গার এক আদিবাসী পরিবারের অভিযোগ তারা স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও ঘরে ফিরতে পারেন নি প্রায় তিন বছর ধরে।

প্রশাসন বলছে বিষয়টি তাদের নজরে এলেও জোর করে পরিবারটিকে তারা গ্রামে ফেরত পাঠাতে চায় না, তাতে ওই পরিবারটিকে আরও বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। তারা স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে।

মণিকুণ্ডডাঙ্গার বাসিন্দা বছর পঞ্চাশেকের যশোমতী হাঁসদাকে তার গ্রামের প্রতিবেশীরাই ডাইনী সাজিয়ে ঘর ছাড়া করিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার মিসেস হাঁসদা বলছিলেন, গ্রামে একটা ছাগল মরেছিল। সর্দার রটিয়ে দিল যে আমিই নাকি খেয়েছি ছাগলটা। আমাকে ডাইনি সাজিয়ে দিল। আমার বাড়িতেও বিপদ ছিল তখন। কেউ বুঝল না আমার বিপদ, ডাইনি সাজিয়ে দিল। স্বামী, তিন ছেলে, পুত্রবধূ আর দুই শিশুকিশোর নাতি নাতনী নিয়ে তাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে যারা, তারাও আদিবাসী সমাজেরই মানুষ। মিসেস হাঁসদার ছেলে উদয় হাঁসদার কথায়, মা পুজোটুজো করত, তাই ঠাকুরতলায় পান, পাতা এসব পড়েছিল। মাই নাকি ওইসব পাতা, পান ছড়িয়ে রেখেছিল, আর তার জন্যই নাকি গ্রামে হাঁস, মুরগি, ছাড়ল সব মরে যাচ্ছে। তারা সন্দেহ করছে যে ওই কাজটা নাকি মা করেছে। পাঁচটা গ্রামের লোক মিলে খুঁজে বার করে মাকে ডাইনি বলে চিহ্নিত করল। ঠাকুরতলা থেকে নাকি তারা সবাই শুনে এসেছে যে মা ডাইনি। পান পাতাতে সিঁদুর দিয়ে নাকি আমার মা গ্রামের চৌমাথায় ফেলে এসেছে, বলছিলেন উদয় হাঁসদা।

গ্রামছাড়া হওয়ার পরে হাঁসদা পরিবার আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতেই থাকছিলেন ঘুরে ঘুরে। কিন্তু সেখানেও ডাইনি বদনাম দেওয়া হয়েছে, আর গ্রামবাসীর ভয়ে আত্মীয়রাও তাড়িয়ে দিয়েছে পরিবারটিকে। মি. হাঁসদার স্ত্রী মেলানি হাসঁদার কথায়, যেখানে, যার বাড়িতে গেছি, সেখানেও রটিয়ে দিয়েছে যে আমাদের ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি আমার নিজের ভাইও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাকেও বলেছে যে তোমার দিদির দুটো মেয়েকে বাড়িতে রেখেছ, ওরাও তো ডাইনি! গ্রামের লোকের চাপে আমার ভাই বাড়ি থেকে বার করে দিল। তারপরে আমার বোনের বাড়িতে থাকি। এভাবেই ঘুরে ঘুরে তিন বছর কেটে গেল। বাচ্চাগুলো স্কুলে পড়ত, তারাও স্কুল যেতে পারে না, পড়াশোনা করতে পারে না ঠিকমত, বলছিলেন মেলানি হাঁসদা। পরিবারটি বলছে তারা আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে ধারদেনা করে কোনমতে খেয়ে পরে আছে।

বীরভূমে আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় আড়াই দশক ধরে কাজ করেন অ্যাক্টিভিস্ট কুনাল দেব। তিনি বলছেন, মনিকুণ্ডডাঙ্গার ঘটনাতে দুটো বিষয় জড়িত আছে। প্রথমত যাকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সেই যশোমতী হাঁসদা গ্রামের ঠাকুরতলায় পুজো করতেন। আবার স্থানীয় এক প্রভাবশালীর দুই আত্মীয়ও পুজোর কাজ শুরু করেছিলেন। মিসেস হাঁসদার কারণে তাদের পসার জমাতে সমস্যা হচ্ছিল বলে একটা পরিকল্পিত ক্যাম্পেইন চালানে হয়। আবার এই পরিবারটি এক মালিকের বড়সড় মাপের জমিতে ভাগচাষী হিসাবে কাজ করতেন। ভাগচাষীদের সরিয়ে দিতে পারলে জমিটা কম খরচে বিক্রি করে দেওয়া যাবে। জমি আর ঠাকুরতলার পুজো এই দুটো কারণেই স্থানীয় প্রভাবশালীরা হাঁসদা পরিবারকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। তবে এটা বীরভূমে বেশ আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ওখানকার জমি মূলত এক ফসলী। তাই জমির জন্য ডাইনি অপবাদ দিয়ে গ্রাম ছাড়া কার উদাহরণ খুব বেশি দেখা যায় না। আবার গ্রাম থেকে শুধু না, এমনকি আত্মীয়স্বজনদের এলাকাতেও গিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে এলাকা ছাড়া করা হবে, এরকম সাধারণত দেখা যায় না। আসলে বোলপুর শহর লাগোয়া অঞ্চলে জমি হাঙ্গরদের দৌরাত্ম এতটাই বেড়ে গেছে তথাকথিত উন্নয়নমূলক প্রকল্প, হোটেল, রিসর্ট ইত্যাদির ফলে, তাই যে কোনও জমিই এখন বহুমূল্য হয়ে উঠেছে, বলছিলেন কুনাল দেব।

জানা অজানা

ভক্তির অহংকার

সুনীল কুমার দে

ভগবান মানুষের এমন কি ভক্তের কোনো প্রকারের অহংকার তিনি রাখেন না।ভক্তির অহংকার পর্যন্ত তিনি চূর্ণ করেন।দেবর্ষি নারদ ভগবানের খুব কাছের মানুষ ও পরম ভক্ত।সব সময় ভগবানের কাছে কাছে থাকেন ও নারায়ণ,নারায়ণ করেন। এতে নারদের মনে অহংকার জন্মেছিলো যে পৃথিবীতে তাঁর মতো আর কেউ ভক্ত নেই।তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত।নারায়ণ, নারদের এই ভক্তির অহংকার জানতে পারলেন।তিনি স্থির করলেন নারদের এই অহংকার দূর করতে হবে।একদিন নারায়ন নাটক করলেন।মাথা ব্যথার নাটক। নারদ গেছেন ঠাকুরের কাছে।দেখলেন তিনি অসুস্থ।নারদ জিজ্ঞেস করলেন,,কি হয়েছে? প্রভু বললেন, মাথা ধরেছে ও মাথা ব্যথা করছে।নারদ নারায়ণের কথা শুনে আশ্চর্য্য হলেন ও বললেন, কি করলে আপনার মাথা ব্যথা যাবে নারায়ণ বললেন, ভক্তের চরণ ধুলো মাথায় দিলে আমার মাথা ব্যথা ঠিক হবে। নারদ প্রভুর ছলনা বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, প্রভু, এ অসম্ভব ব্যাপার।ভক্ত কোনোদিন ভগবান কে চরণ ধুলো দিতে পারে ? নারায়ণ বললেন, চেষ্টা করে দেখো, যদি কোথাও পাও। নারদ ওষুধের সন্ধ্যানে বেরুলেন।প্রথমে গেলেন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে।সব কথা খুলে বললেন।ব্রহ্মা বললেন, যার নাভি থেকে আমার জন্ম তাঁকে আমি চরণ ধুলো দেবো কেমন করে।নারদ নিরাশ হয়ে শিব লোকে গেলেন শিবের কাছে।শিব ঠাকুর কে বললেন সব কথা।শিব ঠাকুর বললেন, তিনি আমার গুরু।তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকি,আমি কি করে তাঁকে চরণ ধুলো দেবো।শিবের কথা শুনে আরো নিরাশ হলেন নারদ।তারপর স্বর্গে গেলেন ইন্দ্রের কাছে।সেখানেও একই কথা।সব লোক ভ্রমন করে অবশেষে মৃত্যু লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে এলেন।শ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে অবশেষে বৃন্দাবনে এসে পৌছালেন নারদ।গোপীরা নারদ কে খুব ভালো করে চিনতো। তাঁকে দেখে ছুটে গেলো সবাই ও জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কালো সোনা কেমন আছে দেবর্ষি? নারদ বিরক্ত হয়ে বললেন, আর বলো না বাপু,তাঁর খুব অসুখ। গোপীরা হেসে বললো, আরে,ওই বিটকেলেটার আবার অসুখ হয় নাকি।আপনাকে নিশ্চয় ছলনা করেছে। নারদ বললেন, তোমাদের সাথে আর বক বক করতে পারি না,আমি ওষুধের খোঁজে বেরিয়েছি। গোপীরা বললো, তা, ওষুধ টা কি,জানতে পারি কি? নারদ বললেন, হাতি গোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, কুল কিনারা পেলো না,আর তোমরা তো কোন ছার। গোপীরা বললো, আরে আমাদের প্রভু কষ্ট পাচ্ছে আর আপনি আমাদের এখনো বলছেন না। নারদ বললেন, ভক্তের চরণ ধুলো চাই। গোপীরা নারদের কথা শুনে বললো, আরে,এই সামান্য জিনিসের জন্য আপনার এত চিন্তা।দিন আপনার উত্তরীয় টা দিন। কথা শুনে নারদ হতবম্ব।এত সহজে চরণ ধুলো দেওয়ার জন্য এরা রাজি হয়ে গেলো।কত ভালোবাসে এরা ভগবান কে। কত আপন ভাবে। আমি দিতে পারলাম কই। নারদের ভক্তির অহংকার চূর্ণ হতে লাগলো।নারদ উত্তরীয় বিছিয়ে দিলেন।গোপীরা এক এক করে তাদের চরণ ধুলো দিলো।নারদ সেই চরণ ধুলো মাথায় করে বয়ে নিয়ে গিয়ে প্রভুর কাছে

২০২৩ সালের গুণোৎসবে বরাক উপত্যকার কাছাড় ১২ তম, হাইলাকান্দি ১৬ তম এবং করিমগঞ্জ জেলা ১৯ তম স্থানে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আনুষ্ঠানিক ভাবে ২০২৩ সালের গুণোৎসবের ফলাফল ঘোষণা করেছেন। রাজ্যের মোট ৩১ টি জেলার ৪৪৫৩১ টি বিদ্যালয়ে আযোজিত গুণোৎসবে জেলা হিসেবে প্রথম স্থান দখল করেছে শিবসাগর। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে চরাইদেউ এবং গোলাঘাট। তবে বরাক উপত্যকার কাছাড় ১২ তম, হাইলাকান্দি ১৬ তম এবং করিমগঞ্জ জেলা ১৯ তম স্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত ২০২৩ সালের গুণোৎসবের ফলাফল অনুযায়ী এ প্লাস গ্রেড পেয়েছে ১১৮৮৬ টি বিদ্যালয়। এ গ্রেড পেয়েছে ১৯১৭২ টি বিদ্যালয়। একইভাবে বি গ্রেড পেয়েছি ৭০০০, সি গ্রেড ১৯৭২ এবং ডি গ্রেড পেয়েছে ৭৪৭ টি বিদ্যালয়। তবে গুণোৎসবে অসমের বাঙালি প্রধান বরাক উপত্যকার ফলাফল অনুযায়ী কাছার জেলা ৩১ টি জেলার তালিকায় ১২ তম স্থান পেয়েছে। এই জেলার ২১০০ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭২০ টি বিদ্যালয় এ প্লাস গ্রেড পেয়েছে। এ গ্রেড পেয়েছে ৮৭৭ টি, বি গ্রেড পেয়েছে ৩৫৯ টি, সি পেয়েছে ১১৭ টি এবং ডি গ্রেড পেয়েছে ২৭ টি বিদ্যালয়। অন্যদিকে ১৬ তম স্থান পাওয়া হাইলাকান্দি জেলার সর্বমোট ১২৫৯ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে এ প্লাস গ্রেড পেয়েছে ৩৭৮ টি, এ গ্রেড পেয়েছে ৫৭০ টি, বি গ্রেড পেয়েছে ২৩০ টি, সি পেয়েছে ৬৫ টি এবং ডি গ্রেড পেয়েছে ১৬ টি বিদ্যালয়। একইভাবে গুণোৎসবের ফলাফলের তালিকায় ১৯ তম স্থানে থাকা করিমগঞ্জ জেলায় মোট ১৮৩৩ টি বিদ্যালয় রয়েছে। এই জেলায় মোট ৪৯২ টি বিদ্যালয় এ প্লাস গ্রেড পেয়েছে। তাছাড়া এ গ্রেড পেয়েছে ৮৪৯ টি বিদ্যালয়। সেসঙ্গে বি গ্রেড পেয়েছে ৩৮৩ টি, সি পেয়েছে ৮৪ টি এবং ডি গ্রেড পেয়েছে ২৫ টি বিদ্যালয়।

আগামী ৮ এবং ৯ মে গুয়াহাটিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপনের প্রস্তুতি

রাজ্য সরকারের অসম ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান বলে মন্তব্য অধ্যক্ষ শিলাদিত্য দেবের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ চলতি বছর ৮ এবং ৯ মে গুয়াহাটি মহানগরের মাছখোয়া স্থিত আইটিএ সেন্টারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষে অসমের ১৬ টি শহরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রবীন্দ্র নৃত্য (একক) ও রবীন্দ্র সংগীত (একক) প্রতিযোগিতার আযোজন করা হয়েছে বলে জানালেন রাজ্য সরকারের অসম ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যক্ষ শিলাদিত্য দেব। প্রসঙ্গত রাজ্যের ১৬ টি শহরে অনুষ্ঠেয় রবীন্দ্র নৃত্য এবং রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা আগামী ২৯ এবং ৩০ এপ্রিল আযোজিত হবে। গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে মঙ্গলবার আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যক্ষ শিলাদিত্য দেব জানান এই ১৬ টি শহর গুলোর মধ্যে রয়েছে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, হাফলং, লামডিং, হোজাই, নগাঁও, ডিব্রুগড় তিনসুকিয়া, মরিয়ানি, তেজপুর, গুয়াহাটি, বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝার বিজলী ও ধুবড়ি। এ শহরগুলির যে সকল প্রতিযোগী ২৯ এবং ৩০ এপ্রিল প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করবে তাদের গুয়াহাটির মাছখোয়া স্থিত আইটিএ সেন্টারে আগামী ৮ মে সারা অসম ভিত্তিক চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করা প্রতিযোগীদেরই চূড়ান্ত বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে তিনি জানান।

প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত দেব বলেছেন প্রতিটি স্তরের প্রতিযোগিতায় বিচারক মন্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করা যেই প্রতিযোগী মহানগরের মাছখোয়া স্থিত আইটিএ সেন্টারের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন তাদের যাতায়াত খরচ এবং গুয়াহাটিতে থাকা ও খাওয়ার সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকারের অসম ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ড বহন করবে। গুয়াহাটির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তিন প্রতিযোগীকে একটি করে শংসাপত্র ও নগদ আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী অনুযায়ী দুটি গ্রুপে পৃথক পৃথক বিভাগে রবীন্দ্র নৃত্য ও রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই দুটি গ্রুপের মধ্যে ক গ্রুপের বয়সের সীমা ১২ থেকে ১৯ বছর এবং খ গ্রুপের বয়সের সীমা ২০ থেকে ৩৫ বছর হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। প্রতিযোগীদের প্রত্যেককে বয়সের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। তাছাড়া পাসপোর্ট সাইজের ছবিও জমা দিতে হবে। বিজয় প্রতিযোগীর নাম ঘোষণার ক্ষেত্রে বিচারক মন্ডলী সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। সংগীতে তানপুরাইলেকট্রিক তানপুরা ব্যবহার (ঐচ্ছিক) করা যাবে। এছাড়া অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। গানের সময়সীমা সর্বোচ্চ চার মিনিট। প্রতিযোগিতার বয়সোপযোগী স্বনির্বাচিত রবীন্দ্র সংগীত গাইতে হবে। হারমোনিয়াম, তবলা ও তানপুরা, শুধু এই তিনটি বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহার করা হবে। অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র অনুমোদিত হবে না। রবীন্দ্র নৃত্যে ট্র্যাক ব্যবহার করা যাবে। সময়সীমা তিন থেকে পাঁচ মিনিট ধার্য করা হয়েছে। রাবীন্দ্রিক শৈলীতে রবীন্দ্র নৃত্য পরিদর্শন করতে হবে।

অন্যদিকে শহর কঅডিনেটরের দায়িত্বে প্রতিযোগীরা গুয়াহাটিতে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। শহরের প্রতিযোগীদের গুয়াহাটিতে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু এএসটিসি বাস অথবা রেল গাড়ির ভাড়া বহন করা হবে। কোনো ধরনের প্রবেশ মূল্য লাগবেনা। অসম ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যক্ষ শিলাদিত্য দেব জানান ইচ্ছুক প্রার্থীরা নিজের শহরের কঅডিনেটরের টেলিফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে এক্ষেত্রে আবেদন জানাতে পারবেন। ফর্ম ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। শিলচর শহরের ক্ষেত্রে ভাস্কর দাস ৯৭০৬৭৯৮৫৪৩৭০০২৫৮৪২৭৩, হাইলাকান্দি শহরের ক্ষেত্রে শংকর চৌধুরী ৯৪০১৯২৯৭২২, করিমগঞ্জ শহরের ক্ষেত্রে মধুস্মিতা দাস ভট্টাচার্য ৮৪৭১৮২২১৯৭ নম্বরের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য কঅডিনেটর সৌমেন ভারতীয়, উপদেষ্টা মন্ডলের সদস্যা মনীষা হাজারিকা উপস্থিত ছিলেন।

চলে গেলেন হ্যারি বেলাফন্টে

নিউ ইয়র্ক ঃ হ্যারি বেলাফন্টে আর নেই। ৯৬ বছর বয়সে ম্যানহাটনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো তার।

গত শতকের পঞ্চাশের দশকে গানের দুনিয়ায় ঝড় তুলেছিলেন ক্যারিবিয়ান লোকসঙ্গীতের কিংবদন্তী শিল্পী হ্যারি বেলাফন্টে। শ্রোতাদের মনে ঝড় তুললো তার একের পর এক গান। এক নতুন তারকার জন্ম হলো। তিনিই এবার অল্প রোগভোগের পর চলে গেলেন নাফেরার দেশে। বেলাফন্টের জন্ম ১৯২৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এক ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অভিবাসী পরিবারে। ক্যারিবিয়ান অ্যামেরিকান গাইয়েদের মধ্যে তিনি সফলতম। তার কণ্ঠস্বরের একটা আলাদা মাদকতা ছিল। তিনি লোকগান গেয়েছেন নিজস্বতা মিশিয়ে। আর সেই গানে আলোড়িত হয়েছে অ্যামেরিকাসহ গোটা বিশ্ব। জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছে ক্যালিপসোসহ একের পর এক অ্যালবাম। প্রায় সব দেশের মানুষ আপন করে নিয়েছেন 'জামাইকান ফেয়ারওয়েল'কে।

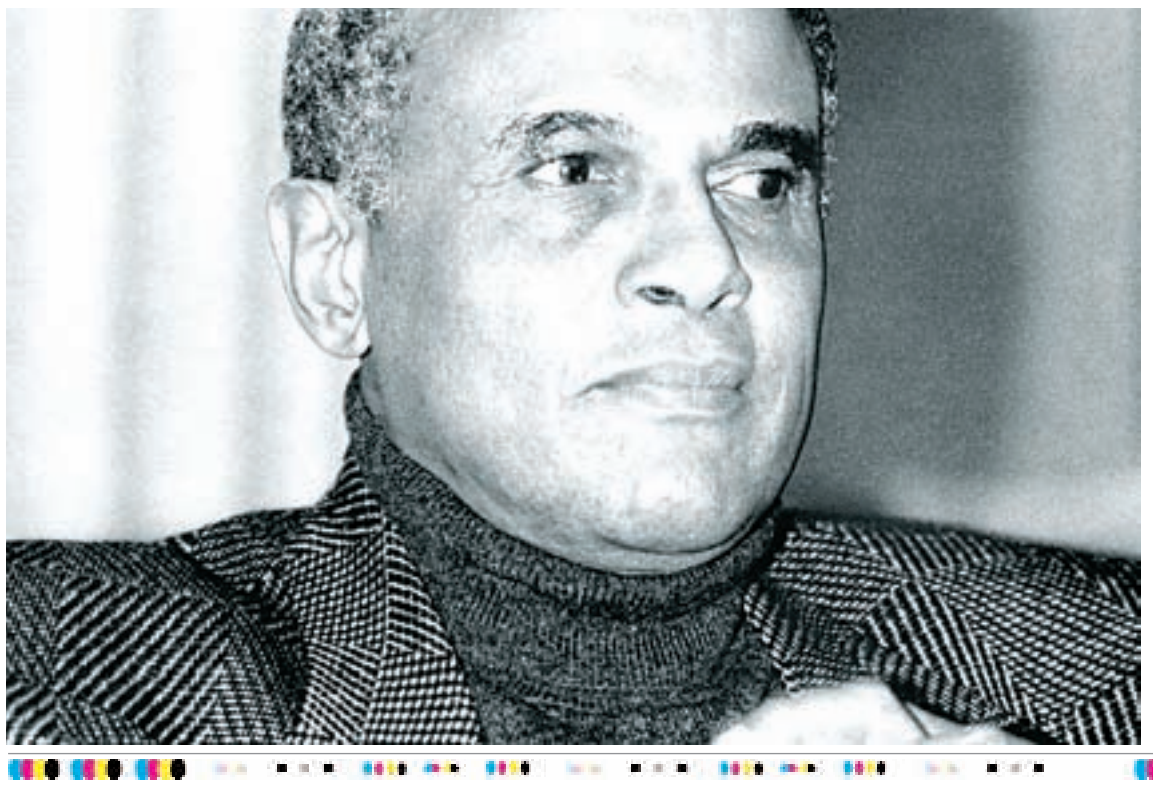

বেলাফন্টের প্রথম অ্যালবাম প্রকাশিত হয় গত শতকের পাঁচের দশকে। বেলাফন্টের প্রথম অ্যালবাম প্রকাশিত হয় গত শতকের পাঁচের দশকে।

পাশাপাশি তিনি লড়াই করেছেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে। তার হাতিয়ার ছিল গান, অভিনয় ও আন্দোলন। গান গেয়ে যত জনপ্রিয়তা বেড়েছে, ততই হলিউডের অফার আসতে শুরু করেছে। সুদর্শন এই গায়ক অনেকগুলি ছবিতে কাজ করেছেন। অভিনয় করেও অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তারপর অভিনয় ছেড়ে নিজেকে শুধু গানের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করেছেন। ১৯৫৬ সালে তার প্রথম গানের অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। তারপর থেকেই গানের দুনিয়ায় ঝড় তোলেন তিনি। তারপর একের পর এক অ্যালবাম বেরোতে তাকে, ততই জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে বেলাফন্টের। ছেলেবেলায় আট বছর থেকেছেন জামাইকায়। তারপর ফিরে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু জামাইকাকে ভলেননি। সেখানকার গান, সুর উঠে এসেছে 'কিং অফ ক্যালিপসো'র গলায়।

বেলাফন্টে চলে গেলেন, থেকে গেল তার গান। বাঙালিও গেয়ে যাবে, 'পথের প্রান্তে কোন সুদূর গাঁয়ে' বা 'ডাউন দ্য ওয়ে'। এই সুর মাতাবে ভাবী প্রজন্মকেও।

অঙ্কিতা কান্তে জর্জরিত কংগ্রেস এবার নাজেহাল হয়ে কিশোরীর ধর্ষণ মামলায় বিজেপিকে আক্রমণে তৎপর, বিজেপির শাসনে অসমে নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির অভিযোগ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসম যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করার পর থেকে দলটিতে যেন ঝড়ের তান্ডবের সৃষ্টি হয়েছে। অঙ্কিতা দত্তকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে কংগ্রেস ব্যাপক অস্বস্তির সম্মুখীন হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দলটি বারংবার বিজেপি এবং আরএসএসের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। মূলত কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে সে রাজ্যের দলীয় নেতা শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে অভিযোগে এনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অঙ্কিতা দত্তের মাধ্যমে বিজেপি তার ভাব মূর্তি নষ্ট করতে চাইছে বলে কংগ্রেসের অভিযোগ রয়েছে। তবে এবার রাজ্যের এক কিশোরীর ধর্ষণ মামলায় বিজেপিকে আক্রমণে তৎপর হয়ে উঠেছে দলটি। এই ঘটনায় বিজেপি কর্মী জড়িত বলে অভিযোগ উত্থাপন করে রাজ্যের মহিলা কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল। প্রসঙ্গত ২০২৩ সালের ২০ মার্চ তিনসুকিয়া জেলার বড়ডুবি থানার অন্তর্গত কাটুনী গ্রামে সমেন্দ্র রায় নামের ৫৮ বছর বয়সের এক ব্যক্তি সমেন্দ্র রায় ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বড়ডুবি থানায় ৩৯২০২৩ নম্বর যুক্ত ধারা ৩৭৬(৩) সহ আইপিসি ৫০৬ পস্ক আইনের অধীনে একটি মামলা রজ্জু করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি উত্থাপন করে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেছেন দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই মামলার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্টো চলতি বছরের ১৪ এপ্রিল ভুক্তভোগীর নাবালিক কন্যার মা আত্মহত্যা করেছেন। মূলত অত্যাধিক মানসিক চাপের ফলে এবং ঘটনায় সামাজিক ভাবে কলঙ্কিত অনুভব করে ভুক্তভোগীর মা এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাছাড়া দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ধরনের শাস্তি মুলক ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে অপমানিত হয়ে ভুক্তভোগীর মা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে এই মামলার ক্ষেত্রে পুলিশের নির্লিপ্ত ভূমিকার প্রতিবাদে মঙ্গলবার অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস কমিটির একটি প্রতিনিধি দল রাজ্য মহিলা কমিশনের কার্যালয় উপস্থিত হয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য রাজ্য মহিলা কমিশনারকে অনুরোধ জানিয়েছে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে রাজ্য মহিলা কমিশন নিজস্বভাবে একটি মামলা রজ্জু করে রাজ্যে নারীর উপরে অব্যাহত থাকা ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার দাবি জানিয়েছে। এরপর রাজিব ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বড়ঠাকুর গোস্বামী এবং অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র ডাঃ জয়প্রকাশ দাস বলেন তিনসুকিয়া জেলার বড়ডুবি থানার অন্তর্গত কাটুনী গ্রামের কিশোরীর ধর্ষণ মামলায় বিজেপির স্থানীয় বুথ কমিটির সভাপতি জড়িত থাকার জন্য পুলিশ এবং প্রশাসন এই প্রসঙ্গটি ধামাচাপা দেবার অপপ্রচেষ্টা করেছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও স্লোগান দেওয়া বিজেপির শাসনে অসমে নারী, কন্যা বউ কতটুকু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন সেটা এই ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন এই দুই কংগ্রেস নেতা এবং নেত্রী। অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বড়ঠাকুর গোস্বামী এবং অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র ডাঃ জয়প্রকাশ দাস বলেন মহিলা যুবতীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় বড় কথা বলা বিজিবি শাসনে নানা ধরনের নারীর নিপীড়িত নির্যাতিত হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। নারী সুরক্ষার নামে নরেন্দ্র মোদী এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রীর নাটক চলছে। এক্ষেত্রে রাজ্যে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণ তুলে ধরেছেন মীরা বড়ঠাকুর গোস্বামী এবং ডাঃ জয়প্রকাশ দাস।

বন্যপ্রাণী আইন কঠোর করায় উগান্ডায় হাতিরা ফিরছে

উগান্ডা ঃ ২০১৯ সালে উগান্ডায় বন্যপ্রাণী রক্ষার আইন কঠোর করা হয়। সে কারণে দেশটিতে হাতির সংখ্যা বেড়েছে। এবার সাদা গন্ডারদেরও বনে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলছে। প্রায় ৪০ বছর আগে শিকারিদের কারণে তারা হারিয়ে গিয়েছিল। বন্যপ্রাণী শিকারিদের হাত থেকে উগান্ডার ন্যাশনাল পার্ক রক্ষায় কাজ করেন মার্গারেট কাসুম্বা। কাজটা খুব বিপজ্জনক। তিনি বলেন, ''মাঝেমধ্যে আমাদের এমনসব শিকারির সঙ্গে লড়তে হয় যাদের কাছে আমাদের মতোই অস্ত্র থাকে। সশস্ত্র বন্যপ্রাণী শিকারি। অনেকসময় প্রাণী শিকার করতে তারা অস্ত্র নিয়ে আসে। আমাদেরও অস্ত্র রাখতে হয় এবং তাদের সঙ্গে লড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।'' রেঞ্জারদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে উগান্ডায় হাতির সংখ্যা বেড়ে এখন পাঁচ হাজার পর্যন্ত হয়েছে। তবে যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। ২০১৯ সালে কর্তৃপক্ষ রেকর্ড পরিমাণ হাতির দাঁত উদ্ধার করেছিল ওজনে যা তিন টনের বেশি ছিল। দাঁতের এই পরিমাণ থেকে ধারণা করা যায়, শিকারিদের হাতে সাড়ে তিনশ'র বেশি হাতি মারা পড়েছে। কাসুম্বা জানান, ''প্রতিবছর গড়ে আমরা প্রায় চারশজনের বিচার করি। বন্যপ্রাণী পাচার, শিকার, অবৈধভাবে বনে প্রবেশসহ নানা অপরাধে এসব বিচার হয়ে থাকে।'' ন্যাশনাল পার্কগুলোর মধ্যে নিয়মিত সশস্ত্র টহল দেয়ার মাধ্যমে শিকারিদের সবসময় চাপে রাখতে হয়। উগান্ডার একটি বড় লক্ষ্য আছে,বনে সাদা গন্ডার ফিরিয়ে আনতে চায় দেশটি। ৪০ বছর আগে শিকারিদের কারণে তারা হারিয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে উগান্ডার একমাত্র জিওয়া অভয়ারণ্যে সাদা গন্ডার আছে। ৩৩টি গন্ডারকে সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখেন রেঞ্জাররা। মার্গারেট কাসুম্বা বলেন, ''আমরা আমাদের বাহিনীর সদস্যসংখ্যা বাড়িয়েছি, আরও বাড়াচ্ছি। নতুন কয়েকজন এখন প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। শিগগির তা শেষ হবে। এরপর তারা দলে যোগ দিয়ে বন্যপ্রাণী রক্ষায় কাজ শুরু করবে। অপরাধ ধরার কৌশলও আমরা উন্নত করেছি। অপরাধ শনাক্ত করতে আমাদের তদন্ত বিভাগকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে।'' তিনি বলছেন, শিকারিদের ধরে বিচার করাও গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৯ সালে সরকার বন্যপ্রাণী শিকার ও বেচাকেনার অপরাধের শাস্তি বাড়িয়েছে। ''নতুন আইনের কারণে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। কারণ অপরাধীরা এখন জানেন, অপরাধ করে ধরা পড়লে তাদের কী ধরনের শাস্তি পেতে হবে,'' বলেন কাসুম্বা। উগান্ডায় বন্যপ্রাণী শিকার, পাচার ও এসব প্রাণীদের দিয়ে তৈরি পণ্য বিক্রির শাস্তি দিতে বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে। অপরাধের শাস্তিও এখন অনেক বেশি। সম্প্রতি হাতির দাঁতের এক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। কাসুম্বা বলেন, ''আমার কাছে এটা বড় অর্জন, কারণ আমরা সবাই এটা চেয়েছিলাম। বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের জন্য আমাদের একটা আদালত আছে। এটা আমার কাছে একটা অনেক বড় অর্জন। আগে হত্যা, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো মামলার সঙ্গে আমাদের লড়তে হত। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার সঙ্গে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত মামলার কথা আপনি ভাবতে পারেন? কোন শুনানিতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে বলে আপনার মনে হয়?'' সাম্প্রতিক সময়ে হাতির সংখ্যা বেড়েছে। এছাড়া বিপন্নপ্রায় পাহাড়ি গরিলার সংখ্যাও কিছুটা বেড়েছে। মার্গারেট কাসুম্বা এখন আশা করছেন সাদা গন্ডাররাও শিগগির বনে ফিরবে।

আজও কলকাতার একাদশে নেই লিটন

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ আজও একাদশে সুযোগ পেলেন না লিটন দাস। নিজের খেলা প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতার কারণেই টানা দুই ম্যাচে একাদশের বাইরে থাকতে হলো লিটনকে। দলে না থাকলেও ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারের তালিকাতে আছেন এই বাংলাদেশি ওপেনার। গত ম্যাচে চেন্নাইয়ের বিপক্ষে মূল একাদশে লিটনের জায়গায় কলকাতা নিয়েছিল নামিবিয়ান তারকা ডেভিড ভিসাকে। পারফর্ম করতে ব্যর্থ হলেও বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে একাদশে জায়গা ধরে রেখেছেন এই নামিবিয়ান। বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে ভিসা ছাড়াও কলকাতার একাদশে আছেন জেসন রয়, আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারাইন। এই ম্যাচে কলকাতার একমাত্র পরিবর্তন ভৈভব আরোরা, কুলওয়ান্ত খিজরোলিয়ার জায়গায় খেলবেন এই পেসার। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেঙ্গালুরু। আইপিএল খেলতে লিটন ৯ এপ্রিল ভারত গেছেন। এখন পর্যন্ত আইপিএলে একটি ম্যাচই খেলার সুযোগ পেয়েছেন লিটন। সে ম্যাচটি লিটন ভুলেই যেতে চাইবেন। ব্যাট হাতে ৪ রানে আউট হওয়ার পাশাপাশি উইকেটকিপার হিসেবেও ভালো করতে পারেননি। স্টাম্পিংয়ের সহজ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। কলকাতা নাইট রাইডার্সও হেরেছিল সেই ম্যাচে। এখন পর্যন্ত ৭ ম্যাচ খেলে কলকাতার জয় মাত্র দুটিতে। সমান ম্যাচে বেঙ্গালুরুর জয় চারটিতে।

করুনারত্নে মাদুশকার সেঞ্চুরির পর মেন্ডিসের ঝড়

আয়ারল্যান্ড ঃ গল টেস্টের প্রথম দুই দিনের পাঁচ সেশন দাপট ছিল আইরিশদের। গতকালের শেষ সেশনের পর থেকে দাপট দেখানো শুরু করল শ্রীলঙ্কা। তবে তৃতীয় দিন শেষ হয়েছে বৈরী আবহাওয়ার দাপটে। আলোকস্বল্পতা ও বৃষ্টির কারণে এক সেশনের বেশি সময় খেলা হতে পারেনি। এর আগে দাপুটে ব্যাটিং করেছেন স্বাগতিক ব্যাটসম্যানরা। দুই ওপেনার দিমুথ করুনারত্নে ও নিশান মাদুশকার সেঞ্চুরি, তিনে নামা কুশল মেন্ডিসের ৯৬ বলে ৮৩ রানের অপরাজিত ইনিংসে ১ উইকেট হারিয়েই ৩৫৭ রান তুলে ফেলেছে শ্রীলঙ্কা। প্রথম ইনিংসে এখনো তারা পিছিয়ে ১৩৫ রানে, ১৪৯ রানে ব্যাটিং করা মাদুশকার সঙ্গী ছিলেন মেন্ডিস।

গতকাল কোনো উইকেট না হারিয়েই দিন শেষ করা শ্রীলঙ্কার আজ শুরুটাও ছিল দারুণ। দিনের দ্বিতীয় ওভারে প্রথম চারটি মারেন করুনারত্নে। শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক ফিফটি পূর্ণ করেন মাত্র ৬১ বলেই, মাদুশকার লাগে ৮৫ বল। সেঞ্চুরিতেও আগে যান করুনারত্নেই, ৪২তম ওভারে ম্যাথু হ্যামফ্রিসের বলে সিঙ্গেল নিয়ে। সেঞ্চুরি পূর্ণ করার সময় তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ৮৬.২০। টেস্টে এটি তাঁর টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি, সব মিলিয়ে ১৬তম। এ নিয়ে সর্বশেষ ৮ ইনিংসে ছয়বারই অন্তত ৫০ রানের ইনিংস খেললেন তিনি।

সেঞ্চুরি করতে করুনারত্নের চেয়ে তুলনামূলক বেশি সময় নেন মাদুশকা, মাইলফলকে যান ১৫৯ বলে। ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটি তিনি পূর্ণ করেন হ্যারি টেক্টরকে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে মিড উইকেট দিয়ে মারা ছক্কায়। এ নিয়ে মাত্র চতুর্থবার কোনো ইনিংসে দুই শ্রীলঙ্কান ওপেনারই সেঞ্চুরির দেখা পেলেন, সর্বশেষ এমন ঘটেছিল ২০২১ সালে পাল্লেকেলেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে। সেবার করুনারত্নের সঙ্গী ছিলেন লাহিরু থিরিমান্নে।

প্রথম সেশনে আয়ারল্যান্ড ফেরাতে পারে শুধু করুনারত্নেকেই, দিনে যেটি হয়ে থেকেছে একমাত্র উইকেটও। ক্যাম্ফারের শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে ফাইন লেগে ক্যাচ তোলেন করুনারত্নে, ১৩৩ বলে ১১৫ রানের ইনিংসে তিনি মারেন ১৫টি চার। ওপেনিং জুটিতে আসে ২২৮ রান, পঞ্চমবার ওপেনিংয়ে ২০০ বা এর বেশি রান তুলল শ্রীলঙ্কা। করুনারত্নের উইকেটের পরই ডাকা হয় মধ্যাহ্নবিরতি, প্রথম সেশনে শ্রীলঙ্কা যোগ করে ১৪৭ রান।

বিরতির পর থেকে দেখা যায় মাদুশকা ও নতুন ব্যাটসম্যান মেন্ডিসের আগ্রাসী ব্যাটিং। বেন হোয়াইটের ১ ওভারেই আসে ৩টি চার। ৫৯ বলেই ফিফটি হয়ে যায় মেন্ডিসের। ৭২তম ওভারে অভিষিক্তি হামফ্রিসের ওপর চড়াও হন মেন্ডিস, মারেন টানা তিনটি ছক্কা। ৯৬ বলে ৮৩ রানের ইনিংসে এখন পর্যন্ত ৭টি চারের সঙ্গে ৫টি ছক্কা মেরেছেন তিনি।

৭৭তম ওভারের পর আলোকস্বল্পতায় খেলা বন্ধ করে আগেভাগেই চা বিরতি ডাকেন আম্পায়াররা। এরপরই নামে বৃষ্টি, শেষ সেশনে খেলা শুরু হতে পারেনি আর। আগামীকাল খেলা শুরু হবে ১৫ মিনিট আগে।

'পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা মাইলফলকের জন্য খেলে'

লাহৌর (ওয়েবডেস্ক) ঃ পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যানরা ব্যক্তিগত মাইলফলকের জন্য খেলে, তাদের মাথায় সারাক্ষণ থাকে আইসিসি র‍্যাঙ্কিং, তাঁদের লক্ষ্য দলের সাফল্য নয় এমনটাই মনে করেন সাবেক ব্যাটসম্যান ও প্রধান নির্বাচক মোহাম্মদ ওয়াসিম। রমিজ রাজা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান থাকার সময় মোহাম্মদ ওয়াসিম ছিলেন প্রধান নির্বাচক। তাঁর মতে, পাঁচ বছর ধরেই নাকি তিনি লক্ষ করছেন, পাকিস্তান ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়েরা ব্যক্তিগত মাইলফলক নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে। আর এটাই পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাফল্যহীনতার মূল কারণ, 'গত পাঁচ বছর ধরেই দেখছি ব্যাপারটা। আপনারা যদি ব্যাটসম্যানদের ৪০ থেকে ৫০ আর ৯০ থেকে ১০০ রানে দাঁড়িয়ে ব্যাটিং করার সময়ের হিসাব নেন, তাহলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ সময় তাঁরা ব্যক্তিগত অর্জনের দিকে মনোযোগ দেয়, যেটি দলের ভরাডুবির কারণ হয়। একটা ফিফটি বা সেঞ্চুরি পাওয়ার দিকে মনোযোগী হওয়ার কারণে দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' ওয়াসিম মনে করেন, ম্যাচের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়েরা কতটা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে পারফর্ম করতে পারে, দলের সাফল্য নির্ভর করে তার ওপরই। পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা এটি অতীতে করেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি, 'ক্রিকেটে সাফল্য নির্ভর করে ক্রিকেটাররা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে কতটা খাপ খাওয়াতে পারে, তার ওপর। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানরা সেটি করে দেখিয়েছে। তারা তাদের ব্যাটিং স্ট্রাইক রেট ৭০ থেকে ১০০তে তুলেছিল। আর এটিই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয় পেতে সাহায্য করেছিল।'র?'

ক্যারিয়ারসেরা অবস্থানে চ্যাপম্যান, ব্যবধান কমিয়েও সূর্যের ৯৫ পয়েন্ট পেছনে রিজওয়ান

কলকাতা ঃ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে মাত্র ২ রানের জন্যই সেঞ্চুরি পাননি মোহাম্মদ রিজওয়ান। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটিও জিততে পারেনি পাকিস্তান। মার্ক চ্যাপম্যানের অসাধারণ এক সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানের ১৯৩ রান টপকে সিরিজ ড্র করেছে নিউজিল্যান্ড। আজ প্রকাশিত আইসিসির সর্বশেষ টি টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে সেই পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেয়েছেন দুজনই। ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতো দুইয়ে থাকলেও ১৩টি রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে রিজওয়ানের। তবে শীর্ষে উঠতে হলে এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানকে। শীর্ষ ব্যাটসম্যান সূর্যকুমার আর রিজওয়ানের পার্থক্যটা যে বিশাল ৯৫ পয়েন্ট। সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে সূর্যের পয়েন্ট ৯০৬, রিজওয়ানের ৮১১। ৭৫৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে রিজওয়ানের অধিনায়ক বাবর আজম। শীর্ষ পাঁচের বাকি দুটি জায়গা দুই দক্ষিণ আফ্রিকান এইডেন মার্করাম (৭৪৮) ও রাইলি রুশোর (৭২৪) দখলে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টি টোয়েন্টিতে ৯৮ রানে অপরাজিত ছিলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে ২৯০ গড়ে ২৯০ রান করা কিউই ব্যাটসম্যান চ্যাপম্যান ৪৮ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ৩৫তম স্থানে। এর আগে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সর্বোচ্চ ৫৪তম স্থানে ছিলেন চ্যাপম্যান।

বোলিংয়ে আফগানিস্তানের রশিদ খানই ধরে রেখেছেন শীর্ষস্থান। ৭১০ পয়েন্ট এই লেগ স্পিনারে। ৬৯২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রশিদ সতীর্থ বাঁহাতি পেসার ফজলহক ফারুকি।

অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানই শীর্ষে। ২৬৯ রেটিং পয়েন্ট তাঁর। ২৫০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হার্দিক পান্ডিয়া।

‘বিচ্ছিন্নতাবাদের’ জন্য তাইওয়ানের রাজনৈতিক কর্মীর বিচার করবে চীন

তাইওয়ান ঃ চীন জানিয়েছে তারা কথিত বিচ্ছিন্নতাবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে তাইওয়ানের একজন রাজনীতিকের বিচার করবে। চীনের মূল ভূখণ্ডে তাইওয়ানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এটি এ ধরনের সর্বশেষ পদক্ষেপ।

তাইওয়ানের একটি স্বাধীনতাপন্থী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াং চিহ্ইউয়ানকে গত বছর চীনে আটক করা হয়।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে চীন একজন বই প্রকাশক এবং তাইওয়ানের একটি সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মরত সাংবাদিকদেরও আটক করে।

এরকম নির্বিচার গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়ে তাইওয়ান বলেছে, এগুলো মানবাধিকারের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

সর্বশেষ মামলাটি মি. ইয়াংকে নিয়ে, যিনি মূলত তাইওয়ানে থাকেন এবং সেখানে তাইওয়ানিজ ন্যাশনাল পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন।

অজ্ঞাত কারণে ৩২ বছর বয়সী এই রাজনীতিক গত বছর চীন সফর করেন। এরপর অগাস্ট মাসে চীনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর ওয়েনঝুতে তাকে গ্রেফতার করা হয় বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগে।

সেসময় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক হাউজ স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফরকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা চলছিল, এবং তখন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে চীন দমন অভিযান চালাচ্ছিল। তার গ্রেফতার এর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়।

মঙ্গলবার চীনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তারা ইয়াং চিহ্ইউয়ানের ব্যাপারে একটি তদন্ত শেষ করেছে এবং তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করেছে।

চীনের সরকারি গণমাধ্যমের রিপোর্টে বলা হচ্ছে ‘এই ব্যক্তির মন অনেক দিন ধরেই তাইওয়ানের স্বাধীন বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারায় দূষিত হয়ে গেছে এবং তাইওয়ানকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছিল। তাইওয়ানের স্বাধীনতার জন্য এবং একত্রীকরণকে প্রত্যাখ্যানের জন্য তিনি নিজের দলের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো অনুষ্ঠানের সক্রিয় পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে জড়িত ছিলেন বলেও অভিযোগ করা হচ্ছে।

সরকারি গণমাধ্যমে আরও বলা হয়, মি. ইয়াং হংকং এর স্বাধীনতার পক্ষেও কথা বলেছিলেন অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে মিলে।

চীনে বিচ্ছিন্নতাবাদের ইস্যুটি খুবই স্পর্শকাতর, কারণ তারা তাইওয়ানকে তাদের দেশের এক বিচ্ছিন্ন প্রদেশ বলে গণ্য করে, যেটি একদিন আবার বেইজিং এর নিয়ন্ত্রণে ফিরে আসবে।

মঙ্গলবার তাইওয়ানের একটি সরকারি দফতর মেইনল্যান্ড অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল বলেছে, তারা বার বার মি. ইয়াংকে মুক্তির জন্য দাবি জানিয়েছে, কিন্তু চীনের দিক থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া পায়নি।

এ মাসের শুরুতেই তাইওয়ানভিত্তিক এক পুস্তক প্রকাশক লি ইয়ানহে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর এখন মি. ইয়াং এর বিচারের খবর আসলো।

চীনা কর্তৃপক্ষ মি. লির মামলার ব্যাপারে কোন বিস্তারিত তথ্য জানায়নি। তার কথিত গ্রেফতারের খবর প্রথম পাওয়া যায় তার বন্ধুদের মাধ্যমে।

মি. লি, যিনি তার লেখক নাম ফুচা নামেই বেশি পরিচিত, তিনি চীনে জন্ম গ্রহণ করলেও ২০০৯ সালে তাইওয়ান চলে যান। সেখানে তিনি গুসা প্রেস নামে প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকাশনা সংস্থা এমন সব বই প্রকাশ করতো যাতে বেইজিং এর সমালোচনা থাকতো।

মি. লির বন্ধুরা জানান, এমাসের শুরুতে তিনি চীনে আসেন তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে, সেই সঙ্গে কিং মিং নামে পরিচিত এক উৎসবে যোগ দিতে।

মি. লির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটিকে তুলনা করা হয় ২০১৫ সালে হংকং এর পাঁচজন বইবিক্রেতার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে।

তাইওয়ানের মেইনল্যান্ড অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল গত সপ্তাহে বলেছিল মি. লি নিরাপদে আছেন এবং সরকার তার বিষয়টির ওপর নজর রাখছে, তবে এর বেশি কিছু আর জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

মি. লির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটিকে তুলনা করা হয় ২০১৫ সালে হংকং এর পাঁচজন বইবিক্রেতার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে। ঐ ঘটনাতেও দোকানটিতে চীনের সমালোচনামূলক বই বিক্রি হতো। পরে এদের শেষ পর্যন্ত চীনের মূল ভূখণ্ডের কর্তৃপক্ষের হেফাজতে দেখা গিয়েছিল। তাদের প্রকাশনা ব্যবসা নিয়ে তদন্তও শুরু হয়েছিল।

এদিকে কয়েক ডজন লেখক, গবেষক এবং রাজনৈতিক কর্মী ইয়াং চিহ্ইউয়ানকে মুক্তি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। তাইওয়ানের বৈদেশিক সংবাদদাতাদের ক্লাব সোমবার বলেছে, চীনের উচিৎ গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে সম্মান করা যেটি তাদের সংবিধানে লেখা আছে, এবং অন্যায়ভাবে আটকে রাখা গণমাধ্যম কর্মীদের মুক্তি দেয়া।

এমাসে তাইওয়ান ভিত্তিক ইবিসি নিউজের দুই রিপোর্টারকেও চীনের কর্তৃপক্ষ আটক করে। এই দুই রিপোর্টার চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের পিংটানে সামরিক মহড়ার দৃশ্য ভিডিও করছিলেন।

স্থানীয় গণমাধ্যমে এই দুই রিপোর্টারকে তাদের নামের শেষ অংশ হুয়াং এবং লি বলে চিহ্নিত করা হয়। তারা দুজনেই নিরাপদে আছেন বলে জানা গেছে এবং তারা তাদের কোম্পানির এক পরিচালকের সঙ্গে প্রতিদিন যোগাযোগ করেন।

তাইওয়ানের কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার তাদের দেশের নাগরিকদের চীন সফরে যাওয়ার আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে।

একজন মুখপাত্র বলেন, চীনের মূল ভূখণ্ডে যে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যখনতখন বিঘ্নিত হয়, এটা আপনাদের বোঝা উচিৎ।

ইন্দোপ্যাসিফিক রূপরেখা ঃ চীনমার্কিন দ্বন্দ্বে ভারসাম্যের নীতি নিয়েছে বাংলাদেশ?

ঢাকা ঃ ইন্দোপ্যাসিফিক, অর্থাৎ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে নিজেদের পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। এই অঞ্চলকে ঘিরে ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কী হবে, সেটাই মূলত তুলে ধরা হয়েছে ‘ইন্দোপ্যাসিফিক রূপরেখা’ নামের ওই নীতিতে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সফরের আগে সোমবার রূপরেখাটি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইঃেদোপ্যাসিফিক অঞ্চলে যে কৌশল নেয়া হচ্ছে, তার মধ্যে এই তিনটি দেশই আছে।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শহিদুল হক বলছেন, ‘২০১৮ সাল থেকেই এটা আলোচনায় ছিল, কিন্তু প্রকাশ্য করা হয়নি। কিন্তু গত কয়েক বছরে অনেক কিছু ঘটেছে। সেজন্য এটা এখন প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হলো।’ কিন্তু এই রূপরেখা দিয়ে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে? কী রয়েছে ইন্দো প্যাসিফিক রূপরেখায়?

ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর ঘিরে যেসব দেশ রয়েছে, সেগুলোকে নিয়েই ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চল। এর মধ্যে যেমন যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে, তেমনি জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও বাংলাদেশের মতো অনেক দেশ রয়েছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি বা আইপিএস কৌশল ঘোষণা করে বাইডেন প্রশাসন। সেখানে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এক অবাধ, মুক্ত, সংযুক্ত, সমৃদ্ধ এবং সুরক্ষিত ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলের কথা ঘোষণা করেন।

এই নীতি বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস (আসিয়ান), কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়লগ (কোয়াড), অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেনের মতো মিত্র দেশ ও জোটকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়।

বিশ্লেষকরা ধারণা করেন, মূলত চীনের অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রভাব ঠেকানোই এই কৌশলের মূল লক্ষ্য। যেসব দেশ মার্কিন এই কৌশলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে, তাদের বেশিরভাগের সাথে চীনের নানা বিষয়ে বিরোধ রয়েছে।

জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল নিয়ে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশলপত্র প্রকাশ করেছে।

গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের সঙ্গে চীনের যে বৈরিতা প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান পরিষ্কার করার ব্যাপারে বরাবরই একটা চাপ ছিল।

কারণ ভূরাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

এর আগেও বিভিন্ন দেশ এই কৌশলের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করলেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অবস্থানের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি।

মার্চ মাসেই ভারত সফর করার সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা নয়া দিল্লিতে তার বক্তব্যে এই অঞ্চলের জন্য ‘একটি নতুন পরিকল্পনার’ কথা জানিয়েছেন, যেখানে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তিসহ বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

ওই মাসেই যুক্তরাজ্যের ইন্দোপ্যাসিফিক মন্ত্রী অ্যানেমেরি ট্রেভেলিয়ান বাংলাদেশ সফর করেন। ওয়াশিংটন ভিত্তিক উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান ফরেন পলিসি ডটকমে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশকে কেন এই দেশগুলো ইন্দোপ্যাসিফিক কৌশলের অংশ করতে চায়, সেটা বোঝা কঠিন নয়। ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী দেশটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে এবং দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রবেশপথ হিসাবে কাজ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, কোয়াডের অন্য সদস্য এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে ঢাকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এসব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশে ভালো সহযোগী দেশ হতে পারে।’’

তিনি বলছেন, ইন্দোপ্যাসিফিক কৌশলের দিকে এগোলেও বাংলাদেশ চীনকেও আশ্বস্ত করতে চায়। ফলে এর আগে বাংলাদেশ যে খসড়া করেছে, সেখানে বিভিন্ন দেশের বৈরিতার বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বা সামরিক কোন লক্ষ্য রাখা হয়নি। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আরও অনেক দেশ এই নীতি অনুসরণ করেছে।

কূটনীতিকরা বলছেন, ২০১৮ সাল থেকেই এরকম একটি রূপরেখা তৈরির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়েছিল। এখন সেটা প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হলো। গত বছর একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছিল, যদিও সেটি শেষপর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। সোমবার ওই রূপরেখা ঘোষণা করতে গিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন, ‘আপনারা প্রশ্নটি অনেকবার করেছেন এবং কথাবার্তা হয় যে বিষয়টি নিয়ে, সেটি হলো ইন্দো প্যাসিফিকে বাংলাদেশের অবস্থান।’ সেই অবস্থান পরিষ্কার করতেই রূপরেখা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

চীন যে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) নিয়েছে, তাতে অংশীদার হয়েছে বাংলাদেশ। অনেক বিশেষজ্ঞ ওই প্রকল্পকে চীনের ইন্দোপ্যাসিফিক কৌশলের সঙ্গে তুলনা করেন। ফলে বাংলাদেশকে এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্য সহযোগী দেশগুলোর পক্ষ থেকে বরাবরই আহ্বান জানানো হয়েছে। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শহিদুল হক বলছেন, ‘বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ইন্দোপ্যাসিফিক নিয়ে তাদের অবস্থান ঘোষণা করলো। আগেও ইন্টারনাল একটা বোঝাপড়া ছিল, এখন সেটা পাবলিক করা হলো। বাংলাদেশের যে ভারসাম্যমূলক অবস্থান, সেটা এর মাধ্যমে অনেক পরিষ্কার হবে।’ ‘আগে যেভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হতো, এখন সেটা করা যাচ্ছে না। কারণ চীনভারত, চীনযুক্তরাষ্ট্র বৈরিতা প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ যেহেতু বে অব বেঙ্গলের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়ে আছে, তারা মনে করছে, এখন নিজেদের অবস্থান জানানোর সময় এসেছে। সেজন্যই সরকার এখন এটা প্রকাশ করলো।’

কর্ণাটকে হিজাব আন্দোলনের মুখ তবাসসুম শাইক রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় কলা বিভাগে প্রথম

বেঙ্গালুরু (ওয়েবডেস্ক)ঃ কর্নাটক রাজ্যে চলতি বছরের দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় কলা (আর্টস) বিভাগে প্রথম হয়েছেন ১৭ বছরের কিশোরী তবাসসুম শাইক। ৬০০-র মধ্যে ৫৯৩ নম্বর পেয়েছেন তিনি। কিন্তু শুধু এই ফলাফল নয়, অন্য কারণেও তিনি বিশেষভাবে শিরোনাম তৈরি করছেন। গত বছর, ২০২২-এ কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে হিজাব আন্দোলনে তবাসসুম ছিলেন প্রতিবাদী অর্থাৎ হিজাব পরে ক্লাস করতে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনকারী মেয়েদের অন্যতম। একটা সময় প্রতিবাদে বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই ফলাফলের সুবাদে পুনরায় সংবাদমাধ্যমের নজরে আসা তবাসসুমকে নিয়ে আলোচনায় নয়া মাত্রা পেয়েছে কর্ণাটক রাজ্যের হিজাব আন্দোলনের প্রসঙ্গ।

পরীক্ষার সাফল্য প্রসঙ্গে তবাসসুম জানিয়েছেন, বাবামায়ের একটি কথাই তাঁর ভাবনা বদলে দিয়েছিল। বলেছেন, প্রতিবাদে স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বহুদিন বাড়িতে বসে ছিলাম। একটা সময় মানসিক চাপ নিতে পারছিলাম না। বাবামা তখন বলেছেন, পড়াশুনোর ব্যাপারে কোনও শর্ত আরোপ করা চলে না। পড়াশুনো বন্ধ করে দিলে ভবিষ্যতের প্রতি অন্যায় করা হবে।

তবাসসুমের বাবা আবদুল খায়উম শাইক পেশায় ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। মা পারভিন গৃহবধূ। চার বছরের বড় দাদা আবদুল কালাম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।

তবাসসুম জানিয়েছেন, ‘বাবামাদাদার পরামর্শে একদিন স্কুলে ফিরলাম। অবশ্যই হিজাব ছাড়া। খুব খারাপ লাগছিল। আমি পাঁচ বছর বয়স থেকে হিজাব পরি। পোশাকটা আমার ভাল লাগে। একটা অধিকার জন্মে গিয়েছিল। হিজাব না পরে স্কুলে যেতে তাই খুব কষ্ট হয়েছে।’

সেই সময়ের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তবাসসুম বলেছেন, ‘সহপাঠীরা অনেকেই টোন টিটকিরি করত। সুযোগ পেলেই মুসলিম মেয়েদের হিজাব নিয়ে খোঁচা দিত ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে। তাঁর কথায়, সব মুখ বুঝে সহ্য করেছি, বাবামায়ের সেই কথাটি মাথায় রেখেহিজাব পরতে না দিলে মুসলিম মেয়েরা পড়াশুনো ছেড়ে দেবে বলেই হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদের নামে পড়াশুনো ছাড়লে সিদ্ধান্তকারীদের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাই স্কুলে ফেরা এবং পরীক্ষার আগে সব ভুলে পড়ায় মন দিয়েছিলাম।

তবাসসুম জানিয়েছেন, স্কুল ছাড়ার সিদ্ধান্ত তারা ছয় বান্ধবী মিলে নিয়েছিলেন। নিজে সিদ্ধান্ত বদলের সময় তিনি চেষ্টা করেছিলেন বাকিদেরও ক্লাসে ফেরাতে। কিন্তু ওরা ঝুঁকি নেয়নি স্কুলে ঠাট্টাতামাসার শিকার হতে হবে বলে। ওদের পরিবারও চায়নি মেয়ে হিজাব ছাড়া স্কুলে যাক।

গত বছরের গোড়ায় কর্নাটকের বিজেপি সরকার আচমকাই বারো ক্লাস পর্যন্ত হিজাব পরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে রাজ্যজুড়ে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের নামে মুসলিম সংগঠন ও ছাত্রীরা। বহু জায়গায় তা সাম্প্রদায়িক অশান্তির চেহারা নেয় কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি পাল্টা পথে নামে।

তবে প্রতিবাদের মূল স্রোত হয়ে উঠেছিল মুসলিম ছাত্রীদের স্কুল বয়কট। হিজাব নিষিদ্ধ করে সরকার ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে অভিযোগ তুলে অনেক বাবামা’ও মেয়েকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দেন। অনেকে দূরশিক্ষা প্রকল্পে ভর্তি করে দেন মেয়েকে। পরীক্ষা বয়কট করে কয়েক হাজার মুসলিম মেয়ে। সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে হাইকোর্ট হয়ে মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। তবাসসুমের প্রশ্ন, একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কেন পোশাকের উপর সরকারি বিধিনিষেধ থাকবে। শিক্ষা আমার অধিকার, ধর্মাচরণও অধিকার।

শীর্ষ আদালতের রায়ে হিজাব বিতর্ক কোন দিকে গড়াবে কেউ জানে না। কর্ণাটকে আসন্ন বিধানসভার ভোট। ভোটের ময়দানেও ফিরেছে হিজাব বিতর্ক। কর্নাটকের বিজেপি সরকার হিজাব নিষিদ্ধ করেছে ১২ ক্লাস পর্যন্ত। তবাসসুম এবার কলেজে যাবেন। সেখানে ইউনিফর্মের কড়াকড়ি নেই। তাঁর কথায় তবু সংশয়, কলেজে কড়াকড়ি নেই বটে, তবে রাজনীতি যেদিকে গড়াচ্ছে কলেজেও আগামীদিনে হিজাব পরার সুযোগ থাকবে কি না সন্দেহ। তবাসসুম ঠিক করেছন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি নিয়ে পড়তে বিদেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
27:04:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

ঈদ এবং অন্য উৎসবে বাংলাদেশের যেসব আঞ্চলিক খাবার জনপ্রিয়

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাঙালির ইতিহাস নিয়ে রচিত বইগুলোতে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস আর ভোজনপ্রিয়তার যেসব চিত্র ফুটে উঠেছে তা থেকে বাঙালির বৈচিত্র্যময় খাদ্যসংস্কৃতির আর সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন যুগ থেকে প্রথমদিকে সমস্ত পণ্যই বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের মূল কাঠামোটি মোটামুটি ঠিক থাকলেও সময়ের ব্যবধানে নানা জাতিগোষ্ঠীর আগমন এবং তাদের বয়ে আনা সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস অনেক কিছুই আমাদের সমাজজীবনে যুক্ত হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমল থেকে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে প্রতিনিয়তই যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন সব অনুষঙ্গ। আহারে কিছু আবশ্যক পদ যেমন আছে, তেমনি সাথে আছে নানা আনুষঙ্গিক পদ এবং বাঞ্জন। আর এই আবশ্যকের তালিকায় ভাতের ওপরে কোন পদ নেই। প্রাচীনকালে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস নিয়ে ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' বইয়ে লিখেছেন ইতিহাসের উষাকাল হইতেই ধান যোগানের প্রধান উপজীব্য বস্তু, সেদেশে প্রধান খাদ্যই হইবে ভাত, তাহাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। ভাতভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদিঅস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। উচ্চকোটির লোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত। তিনি আরো লিখেছেন, ভাত রাঁধার প্রক্রিয়ার তারতম্য তো ছিলই, কিন্তু তাহার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই বলিলেই চলে।

ক্যাপ্টেন ক্রু ছাড়া স্বচালিত কন্টেইনার জাহাজ বেশি দূরে নয়

নরওয়ে ঃ নরওয়ের দক্ষিণে ফ্রায়ার ফিয়র্ড নামে সাগরের সাথে যুক্ত দীর্ঘ এবং গভীর জলপথ দিয়ে এগিয়ে চলা ইয়ারা বার্কল্যান্ড নামের কন্টেইনারবাহী জাহাজটিকে বাইরে থেকে দেখে অস্বাভাবিক কিছুই মনে হবেনা।

কিন্তু এই জাহাজটিকে নিয়ে এখন এমন পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে যা ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক জাহাজে করে পণ্য পরিবহনের চরিত্র বদলে দিতে পারে।

এ বছরের শেষ নাগাদ ইয়ারা বার্কল্যান্ডে মাত্র দুজন ক্রু থাকবে।

এবং সবকিছু যদি পরিকল্পনামত এগোয় তাহলে দু বছরের মধ্যে জাহাজটি চলবে কোনও ক্রু ছাড়াই। তখন জাহাজের ব্রিজটি - যেখান থেকে ক্রুরা জাহাজটি নিয়ন্ত্রণ করে এবং যেখানে তাদের থাকাখাওয়ার জায়গা - ভেঙ্গে সরিয়ে ফেলা হবে।

কিন্তু ততদিন পর্যন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন সোয়েন ওডেগার্ড ৮০ মিটার লম্বা এই জাহাজের দায়িত্বে থাকবেন। আমরা জাহাজটি স্বচালিত করতে কাজ শুরু করেছি, বিবিসিকে বলেন মি ওডেগার্ড। মূল জাহাজে যেসব প্রযুক্তি ছিল তার সাথে আমরা বাড়তি অনেক প্রযুক্তি জুড়ে দিচ্ছি।

আশা করা হচ্ছে দু বছরের মধ্যে ইয়ারা বার্কল্যান্ড নামে মাঝারি আকৃতির এই কন্টেইনারবাহী জাহাজটি চলবে সেন্সর, রেডার এবং ক্যামেরার সাহায্যে। এগুলো থেকে পাওয়া ডেটা থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) পানিতে চলার পথে নানা বাধাবিপত্তি শনাক্ত করবে এবং সেমত তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবে।

জাহাজের দুই দিকে এবং সামনে ও পেছনে ক্যামেরা লাগানো। ফলে চারদিকে কী হচ্ছে তা জানা যাবে, ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন ক্যাপ্টেন। সামনে কোনা বাধা দেখা দিলেই জাহাজটি সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বিকল্প পথ নিতে হবে কিনা।

প্রকল্প সফল হলে ক্যাপ্টেন ওডেগার্ডের কাজ তখন জাহাজের বদলে হবে ডাঙ্গায়, প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। ঐ কক্ষ থেকে একসাথে অনেকগুলো জাহাজের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সেখানে বসেই প্রয়োজনে জাহাজের গতি এবং পথ বদল করা সম্ভব হবে।

ইয়ারা বার্কল্যান্ড জাহাজের মালিক নরওয়ের সার উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ইয়ারা। জাহাজটি প্রতিষ্ঠানের কারখানা থেকে ব্রেভিক বন্দরে সপ্তাহে দুবার একশর মত সারভর্তি কন্টেইনার নিয়ে চলাচল করে। এসময় সেটি ১৩ কিলোমিটার রুটের সমস্ত ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ করে তা জমা করে রাখে।

যেসব জাহাজ অল্প দূরত্বের কোনও রুটে নিয়মিত চলাচল করে, সেগুলোকে চালক বিহীন করে ফেলা অপেক্ষাকৃত সহজ, বলেন সিনিকা হার্টোনেন যিনি জাহাজ কোম্পানি এবং জাহাজ পরিবহণ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের যৌথ একটি সমিতির সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে কাজ করছেন। এই সমিতি স্বচালিত জাহাজ প্রবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

এই প্রকল্পের জন্য প্রযুক্তি সরবরাহ করছে কোঙ্গবার্গ নামে একটি কোম্পানি। তারা অসলোর কাছে একটি ফিয়র্ডে চালকবিহীন বার্জ চালু করা নিয়ে কাজ করছে।

এছাড়া, আলেসুন্ডে শহরের কাছে স্বচালিত ছোট আকৃতির কন্টেইনার জাহাজ চালুর প্রকল্পেও তারা প্রযুক্তি যোগাচ্ছে।

কতগুলো প্রযুক্তি বেশ কবছর ধরেই বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা সেগুলোকে সমন্বয় করে কাজে লাগাচ্ছি, বলেন কোঙ্গবার্গ ম্যারিটাইমের নেক্সট জেনারেশন শিপিং বিভাগের পরিচালক অ্যানম্যাগরিট রিস্ত।

তিনি জানান, বাণিজ্যিক জাহাজ খাতের পাশাপাশি ফিশিং, যাত্রী ফেরি এবং সামরিক খাতও স্বচালিত নৌযানের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

কোঙ্গবার্গ ইতিমধ্যেই ছোট আকৃতির স্বচালিত ডুবো যান (এইউভি) তৈরি করছে যেগুলো সাধারণত সাগরে জ্বালানি সন্ধানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া, সমুদ্র গবেষণা এবং প্রতিরক্ষার কাজেও এসব ছোট আকৃতির স্বচালিত ডুবোযান ব্যবহার করা হচ্ছে।

সম্প্রতি এই কোম্পানি সাগরে মাছের ঝাঁকের অবস্থান শনাক্ত করার উপযোগী আট মিটার লম্বা একটি স্বচালিত নৌযান বিক্রি করেছে যেটিতে সোনার প্রযুক্তি, এআই, রেডার, ক্যামেরা এবং জিপিএস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

এসব প্রযুক্তি ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা এখনও মানুষই দেখছে যাতে প্রয়োজনে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু জলযানটি একবারেই স্বচালিত, বলেন বিয়ন জালভিং, কোঙ্গবার্গের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট।

কোঙ্গবার্গ এখন বড় আকৃতির জলযানে একই প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে কাজ করছে।

প্রযুক্তি কোনও বাধা হবেনা। মূল যে বিষয়টি সামনে আসবে তা হলো সমুদ্র পরিবহণের নিরাপত্তা সম্পর্কিত যেসব বিধিনিষেধ বর্তমানে রয়েছে তার সাথে এই প্রযুক্তির সমন্বয়। তাছাড়া ব্যবসায়ীরা কতটা আগ্রহ দেখাবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ, বলেন মি জালভিং।

অবশ্যই জাহাজে ক্রু না রাখতে পারলে যে পয়সা বাঁচবে তা জাহাজ ব্যবসায়ীদের উৎসাহী করতেই পারে। ডাঙ্গায় বসে কয়েকজনের একটি দল একসাথে কয়েকটি জাহাজ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, বলেন মি. জালভিং।

এছাড়া, জাহাজের বদলে ডাঙ্গায় বসে কাজ করা ক্রুদের জন্য অনেক নিরাপদও বটে।

শুধু কোঙ্গবার্গ নয়, অন্য আরও কিছু কোম্পানিও স্বচালিত জাহাজ চালু করা নিয়ে কাজ করছে।

গত বছর জাপানে ২২২ মিটার লম্বা একটি গাড়িবাহী ফেরি মানুষ ছাড়াই চালানো হয়েছে। জাহাজ নির্মাতা মিৎসুবিসি ঐ ফেরিতে প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে।

এছাড়া, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস থেকে একটি মালবাহী জাহাজ ২০ হাজার কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ কোরিয়ায় যাবার সময় অর্ধেক পথই স্বচালিত ছিল। ক্যাপ্টেন বা ক্রুরা সেসময় কিছুই করেনি।

জাহাজটি নিজ থেকেই সবচেয়ে সহজ রুটটি বেছে নিয়েছে।

ফলে, জাহাজে তেলের খরচ কম হয়েছে বলে জানিয়েছে এভিকাস যারা ঐ জাহাজটিতে প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে।

স্বচালিত জাহাজ নিশ্চিত করতে পারলে অনেক কাজ এড়ানো যাবে যেগুলো বিপজ্জনক এবং ক্লান্তিকর, বলেন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ইস্টার্ন নরওয়ের অ্যাপ্লায়েড অটোনমির অধ্যাপক মারিয়াস তানাম।

ইয়ারা বার্কল্যান্ড প্রকল্প এবং আসকো বার্জ প্রকল্প এই প্রযুক্তিকে ব্যবহারিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটি এখন আর গবেষণাগারে আটকে নেই।

অধ্যাপক তানাম বলেন ক্যাপ্টেন চালিত একটি জাহাজের মত না হলেও, স্বচালিত জাহাজের নিরাপত্তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। তিনি স্বীকার করেন সেই নিরাপত্তা কখনই শুধু প্রযুক্তি দিয়ে শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব হবেনা, এবং মানুষকেই জাহাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে দূর থেকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে।

যেহেতু এই প্রযুক্তি নতুন, এবং এখনো বাস্তবে এর প্রয়োগ খুব বেশি হয়নি, ফলে অন্তর্বর্তীকালীন এই সময়ে জাহাজে ক্রু রাখতে হবে, বলেন অধ্যাপক তানাম। তারপর আস্তে আস্তে আমরা স্বচালিত প্রযুক্তির ওপর ভরসা বাড়াতে পারি।

তিনি বলেন, স্বচালিত প্রযুক্তির ফলে জাহাজের নকশা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হতে পারে। জাহাজে ক্রু না থাকলে অতিরিক্ত মাল বহন করা যাবে, কারণ ক্রুদের থাকার কেবিন তৈরি করতে হবেনা, তাদের হাঁটা চলার জায়গা বা হিটিং এবং শীতাতপ ব্যবস্থা সহ অনেক কিছুরই প্রয়োজন হবেনা।

তবে অদূর ভবিষ্যতে বড় বড় মালবাহী জাহাজ মানুষ ছাড়াই মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে তা নিয়ে এখনো যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রথমেই আইনি বিষয়গুলোর সুরাহা হতে হবে। জাহাজের জ্বালানি ব্যবস্থা এবং অন্য যন্ত্রপাতি এমন হতে হবে যাতে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন কম হয়, বলেন অধ্যাপক তানাম।

তবে অন্যতম বড় বাধা হচ্ছে সমুদ্রপথে পরিবহণের চলতি বিধিনিষেধ।

বর্তমান যেসব আইনকানুন তা তৈরিই হয়েছিল এমন বিবেচনায় যে জাহাজের যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম মানুষই চালাবে, বলেন সিনিকা হারটোনেন। তবে, তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল সংস্থা আইএমও আইনের নতুন একটি কাঠামো নিয়ে কাজ করছে।

নরওয়ের নৌ চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং রাজনীতিকদের কাছে বিষয়টি একবারেই নতুন, বলেন ইয়ারা প্রকল্পের ম্যানেজার জন স্লেটেন। তাই তারা কিছুটা হলেও বিভ্রান্তিতে কারণ তাদের সিদ্ধান্তের প্রভাব পুরো বিশ্বের ওপরই পড়তে পারে। তবে অধ্যাপক তানাম মনে করেন স্বচালিত কার বা ট্রাকের চেয়ে স্বচালিত জাহাজ নিয়ে অগ্রগতি হবে অপেক্ষাকৃত দ্রুত। কারণ, তার মতে, ব্যস্ত রাস্তায় দ্রুতগতির স্বচালিত গাড়ির চেয়ে সাগরে স্বচালিত জাহাজের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

কাবুল বিমানবন্দর হামলায় পরিকল্পনাকারী আইএস নেতাকে হত্যা করেছে তালেবান

কাবুল ঃ আফগানিস্তানের কাবুল বিমানবন্দরে ২০২১ সালে ইসলামিক স্টেট গ্রুপ যে ভয়াবহ বোমা হামলা চালিয়েছিল, তার মূল পরিকল্পনাকারীকে দেশটির ক্ষমতাসীন তালেবান হত্যা করেছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। তালেবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার সময় যখন অসংখ্য মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে কাবুল বিমানবন্দরে ওই বোমা হামলায় ১৭০ জন বেসামরিক মানুষ আর ১৩জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যম সিবিএসকে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইসলামিক স্টেটের ওই নেতাকে কয়েক সপ্তাহ আগেই হত্যা করা হয়। কিন্তু সে তথ্য নিশ্চিত করতে সময় লেগেছে। হত্যার শিকার ওই আইএস নেতার নাম অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলেছেন, গোয়েন্দা তথ্য ও নজরদারির মাধ্যমে তারা নিশ্চিত যে, আইএসের ওই নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু কীভাবে তারা জানতে পেরেছে বা কে সেই হামলাকারী এসব বিষয়ে বিস্তারিত আর কোন তথ্য জানাতে কর্মকর্তারা রাজি হননি।

সরকারের বিশেষজ্ঞরা পুরোপুরি নিশ্চিত যে, এই ব্যক্তি...ওই হামলার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী, সিবিএসকে বলেছেন একজন জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইএসের ওই নেতার হত্যার বিষয়টি প্রথম মার্কিন কর্মকর্তারা জানতে পারেন এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে। তাকে তালেবান খুঁজছিল নাকি তালেবানের সাথে কোন সংঘর্ষে ওই নেতা নিহত হয়েছেন, তা পরিষ্কার নয়। বিমানবন্দরে বোমা হামলায় দায়ী আইএস নেতার হত্যার বিষয়ে সোমবার থেকে নিহত মার্কিন সেনাদের পরিবারকে অবহিত করতে শুরু করেছেন কর্মকর্তারা। ওই হামলায় নিহত মেরিন স্টাফ সার্জেন্ট টেইলর হুভারের পিতা ডারিন হুভার সিবিএসকে নিশ্চিত করেছেন যে, মেরিন কর্পস থেকে তাকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সিবিএসকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, কর্মকর্তারা তাকে অভিযানের বিস্তারিত কিছু জানায়নি। কিন্তু তারা বলেছে যে, তাদের সোর্স খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং তারা অনেকগুলো সূত্র থেকে নিশ্চিত হয়েছে যে, হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তি নিহত হয়েছে, তিনি বলেন।

ইসলামিক স্টেট গ্রুপের আফগানিস্তান শাখা আইএসকে'র হামলার সম্ভাবনা জানতে পেরে ওই বোমা হামলার কয়েক ঘণ্টা আগেই পশ্চিমা সরকারগুলো সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিল যেন তারা কাবুল বিমানবন্দর থেকে দূরে থাকে।

২০২১ সালের ২৬শে অগাস্ট কাবুলের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বিমানবন্দরের অ্যাবি গেটে অপেক্ষমাণ মানুষজনের মধ্যে হেঁটে গিয়ে একজন আত্মঘাতী হামলাকারী বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

এর কয়েকদিন পরে একজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীকে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র কাবুলে একটি ড্রোন হামলা চালায়। কিন্তু পরবর্তীতে স্বীকার করে যে, হামলায় ১০ জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে সাতজনই শিশু ছিল।

পরবর্তীতে বিমানবন্দরে বোমা হামলায় জড়িত গ্রেপ্তার করতে তথ্য দিলে বা কোন দেশ তাদের আটক করতে পারলে অথবা আইসিসকে নেতা সানাউল্লাহ গাফারিকে আটক করতে পারলে ১০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কারের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করে নিয়ে আসে যুক্তরাষ্ট্র।

দুই দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সহায়তা করে গেলেও, মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গেই আফগান সরকার এবং সেনাবাহিনীর পতন ঘটে। আর সেই সাথে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ তালেবানের হাতে চলে যায়।

গ্যাসের গন্ধে আতঙ্ক, সরবরাহ লাইনের লিকেজ দুর্যোগ ডেকে আনতে পারে
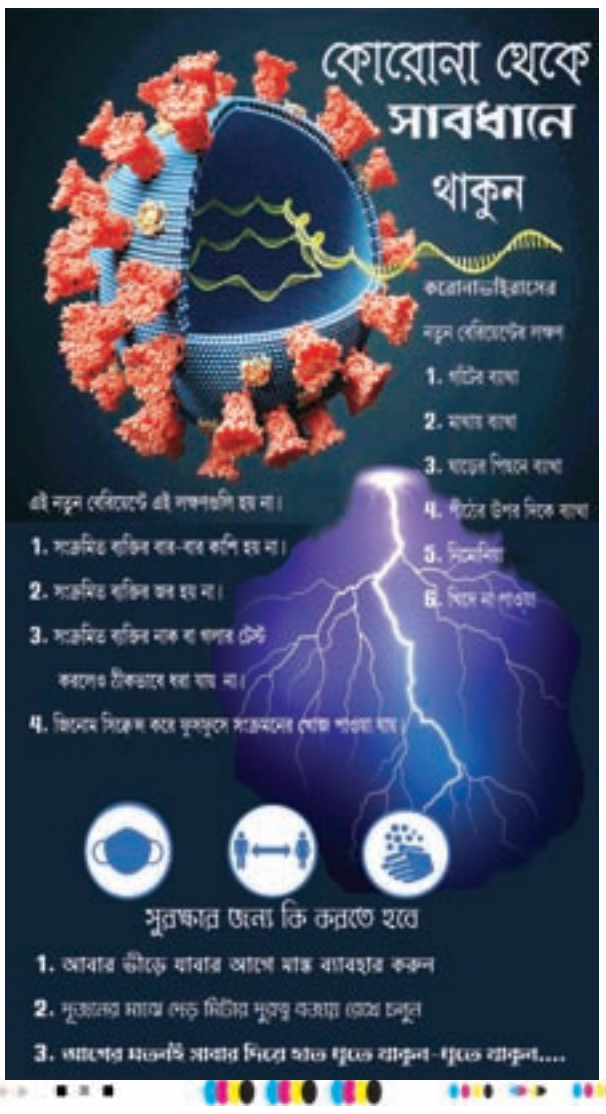
ঢাকা (এজেন্সী) ঃ সোমবার রাতে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস লিক হওয়ার ঘটনায় যেকোনো সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। সোমবার ঢাকার খিলগাঁও, রামপুরা, বাড্ডা, বনশ্রী, বেইলি রোড, তেজগাঁও, মহাখালী, লালবাগ, ইস্কাটন, বাড্ডা, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, হাজারীবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের ঝাঁঝাল গন্ধ পেলে নগরবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তিতাস কর্তৃপক্ষ বলেছে, ঈদের ছুটিতে গ্যাসের চাহিদা কমে যাওয়ায় সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনে চাপ বেড়ে যায়। যার ফলে বিভিন্ন লিকেজ দিয়ে গ্যাস বের হতে থাকে। পরে গ্যাসের চাপ কমিয়ে দেওয়া হলে রাতের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। তাই আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও একসাথে এতোগুলো এলাকায় গ্যাস লিক হওয়ার ঘটনায় যেকোন মুহূর্তে আগুনের সংস্পর্শে বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। এই গ্যাস জনস্বাস্থ্যের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ বলে তারা জানিয়েছেন। গ্যাস লিক হওয়ার পেছনে তারা মেয়াদোত্তীর্ণ পাইপলাইন প্রতিস্থাপন বা সংস্কার না করা, অবৈধ সংযোগ বন্ধ করতে না পারা, গ্যাসের চাপ ও লিকেজ শনাক্তে স্বয়ংক্রিয় কোন ব্যবস্থা না থাকাকে দায়ী করছেন। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে কথা বলে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা থেকেই তারা ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্যাসের গন্ধ পাওয়ার অভিযোগ পেয়েছেন। অনেকে আবার ৯৯৯ এ ফোন দিয়েও সাহায্য চেয়েছেন। কেউ কেউ আতঙ্কিত হয়ে তিতাসের জরুরি নম্বরে ফোন দিলেও সেখানে কোন সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ করেন। আবার ইস্কাটন এলাকায় পথে পথে মাইকিং করে এবং কোন কোন এলাকার মসজিদ থেকে মাইকে ঘোষণা দিয়ে গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখা এবং দেশলাই না জ্বালানোর আহ্বানও জানানো হয়। তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের বরাতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় তাদের ফেসবুক পাতায় জানায় ঈদে শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায়, সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনে গ্যাসের চাপ বেড়ে যাওয়ায় (ওভার ফ্লো) গন্ধ বাইরে আসছে। তিতাসের জরুরি ও টেকনিক্যাল টিম বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।